বিধবার দাঁতে মিশি।

(দৃশ্য কাব্য।)

প্রথম অঙ্ক।

প্রথমগর্ভাঙ্ক—শিবপুর বরদাকান্তের বৈঠকখানা।

বরদাকান্ত এবং গোরাচাঁদের প্রবেশ।

বরদাকান্ত। শুনেছ?

গোরাচাঁদ। কি?

বরদা। ও বাড়ীর মেজজ্যাটা আর আমাদের ছোট-খুড়ো দুই বুড়োতে কাল বলাবলি কোচ্ছিল যে, "আমাদের বরদাটা একেবারে বয়ে যাচ্চে, যত মাতাল বাবুদের সঙ্গে মিশে বিষয়টা অবহেলে খোয়াচ্চে।"

গোরা। নেভারমাইণ্ড, ও সব ওল্‌ড ফুলের কথায় কি কান দিতে আছে? ব্যাটারা এক এক জন আদত ভগবতী, ঘটে কিছু থাকলে কি আর ও কথা বলে? ও ব্যাটারাই বা পৈতৃক বিষয়টা কি সৎকার্য্যে ব্যয় কোচ্চে? গাঁয়ের মাঝে কতকগুলো পুকুর কেটেছে, আর কতকগুলো মন্দির তৈরি কোরে, তার ভেতরে কতকগুলো পাথরের চাঁই বসিয়েছে, ও বার মাসে তেরটা মাটীর ঢিপি পুজো কোচ্চে বৈ ত নয়, এইত ওদের সদ্ব্যয়! আর তুমি স্বদেশের হিতের জন্যে— পরিণামসুবতী মনমোহিনীদের জন্যে—যাদের কটাক্ষে ত্রিজগৎ ভস্ম হয়— তাঁদের জন্যে স্কুল

স্থাপন কোরেছ, চ্যারিটেবল ডিস্পেন্সারি করেছ, ব্রাহ্ম-সমাজ কোরেছ; আর ডারটিরিভার সুরধুনীর পরিবর্ত্তে সুরা-ধনির আরাধনা কোচ্চো এগুলো কি অসদ্ব্যয় হোচ্চে? কি বোলব বরদা বাবু! ব্যাটাদের সঙ্গে সম্পার্ক আছে, নইলে এখনই কিচক বধ কোত্তেম।

বরদা। মিথ্যে নয়, বাবা মরেছে, দাদা মরেছে, হাড়টা জুড়িয়েছে, এখন এই কব্যাটা মলেই বাঁচি?

গোরা। ওরা যা বলে বলুক না, দেশের লোকেত তোমাকে এক জন রিফরমার বোলে জান্‌ছে, তা হলেই হল।

(উড়ুম্বর বাবুর প্রবেশ)

উড়ুম্বর। গুডনাইট বরদা বাবু!

গোরা। আইয়ে ইণ্ডিয়ান সারওয়ালটারস্কট!

উড়ু। কেন আর জ্বালাও বাবা?

গোরা। আর একবার বল, দোহাই ইণ্ডিয়ানস্কট!

উড়ু। আমি তোমার কি'করেছি, তা একশবারি তামাসা কোচ্চ?

গোরা। আজ কাল তুমি কল্পনা কামিনীর সঙ্গে প্রেম কোরে, বঙ্গভাষারূপ বীর্য্য দ্বারা যে সব ছেলে মেয়ে উৎপাদন কোচ্চো, তাতে আমি কেন?— ইণ্ডিয়ার সকলেইত তোমারে ইণ্ডিয়ান ওয়ালটারস্কট বোলে সম্ভাষণ কোচ্চে, কেবল আমার ওপর ঝাল ঝাড়লে কি হবে? হয় কল্পনা বারবিলাসিনীর প্রেমে বিসর্জ্জন দাও, নয় সকলে তোমাকে "ইণ্ডিয়ান ওয়াল-টারস্কট" বলে ডাকুক, তাতে তুমি ন্যাজ ফুলিও না।

বরদা। কেন ভাই! উড়ুম্বর বাবু যে কখানি পুস্তক রচনা কোরেছেন, সব গুলিইত উত্তম।

গোরা। উত্তম? উত্তমের উত্তম, অত্যুৎকৃষ্ট, রাম, দুর্গা, মহাভারত।

বরদা। বিশে—

(নেপথ্যে আজ্ঞা যাই)

বরদা। তুমি যাই বল, আজ কাল যে কজন কৃতবিদ্য বাঙ্গালা ভাষার উন্নতী সাধন কোচ্চেন, তার মধ্যে কেউই এ পর্য্যন্ত উড়ুম্বর বাবুর সমকক্ষ হতে পারেন নাই। বিশেষ রহস্য রচনা বিষয়ে উড়ুম্বর বাবু অদ্বিতীয়।

গোরা। আমিওত সেই জন্যে ওঁকে ইণ্ডিয়ান ওয়ালটারস্কট বলি। আর উড়ুম্বর বাবুর রসবোধ বিষয়ে তোমারে বলে জানাতে হবে কেন? বাঙ্গালার সকলেইত বলে যে, উড়ুম্বর বাবুর রচনা ঠিক ঢাকার সদর রাস্তার মত।

[ডিকেটর প্রভৃতি লইয়া বিশুর প্রবেশ ও বাবুদের নিকট রাখিয়া প্রস্থান।]

বরদা। (মদ্যপান) সে কি রকম গোরাচাঁদ বাবু?

গোরা। তাও বুঝতে পাল্লে না, ঢাকার সদর রাস্তার মধ্যে যেমন এক একটী বাড়ীর অন্তরে, কোথাও বা বাড়ীর গায়ে গায়ে এক একটী সুরামন্দির আছেই আছে, সেই রূপ উড়ুম্বর বাবুর প্রত্যেক পুস্তকের—প্রত্যেক পরিচ্ছেদের মধ্যে একটী না একটী রস কুণ্ড আছেই আছে। [মুখের কাছে হাত নাড়িয়া]

শ্যাম কুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরি গোবর্দ্ধন।
উড়ুম্বরের রসকুণ্ড রাসভরঞ্জন।

উড়ু। কবি হয়েছ যে? (মদ্যপান)

গোরা। হব না কেন?— আজ কাল রামা মুর্দ্দফরাস থেকে

নবাব সেরাজউদ্দৌলা পর্য্যন্ত সকলেই যখন কবি হচ্চে, তখন আমিই বা কেন বাকি থাকি?

উড়ু। নিজের ঘট থেকে কিছু বার কোর্ত্তে পার, তবে বলি যে, হাঁ এক জন কবিবট।

গোরা। (হাস্য) বড় কথাটাই মনে কোরে দিলে; অক্ষয় বাবুর তৃতীয় ভাগ চারু পাঠের ধর্ম্মবিষয়ক স্বপ্নটী যদি সত্য হত, তাহলে এত দিনে ধর্ম্মপুরুষের ধর্ম্মদণ্ডের জ্যোতিঃ তোমার কালীর আঁকর গুলি সব জ্বালিয়ে দিয়ে বাহাদুরী বের কোরে দিত। (মদ্যপান)

বরদা। কেন আর উডুম্বর বাবুকে রাগাচ্চ? উনি নাকি আমাদের ইন্টিমেট ফ্রেণ্ড তাই কিছু বলচেন না, অন্যহলে টের পেতে। (মদ্যপান)

গোরা। তুমিত কিছু বোঝ না, হক কথা বল্লে, বিধিরও সাধ্য নাই যে, কোন কথা বলে, মিথ্যে কথা হলে উডুম্বর এত ক্ষণ ন্যাজ ফোলাতে কশুর কোর্ত্তেন না।

বরদা। ও সব কথা এখন রেখে দাও। উডুম্বর বাবু নাও। (মদের গেলাস দান)

উড়ু। (গেলাস ধরিয়া) নীচ যদি উচ্চ ভাষে, শুবুদ্ধি উড়ায় হেসে। [হাস্য ও মদ্যপান]

গোরা। ব্রেভো ইণ্ডিয়ান স্কট! (করতালী দান) ও সুবুদ্ধি মশায়! প্রাতঃ প্রণাম। ন্যাজটা ভাল কোরে গুটীয়ে বসুন, সব বুদ্ধি বেরিয়ে গেলে, রচনা করবার মুস্কিল হবে।

(বিধু বাবুর প্রবেশ।)

বিধু। হেল্লো! গুড নাইট জেণ্টেলমেন।

(সকলে। গুড নাইট।)

গোরা। বীরভদ্দর যে? ভাল আছত?

বিধু। জাঁকরে।

গোরা। এদিকে কি মনে কোরে?

বিধু। বাগানে এসেছি, তাই একবার দেখা কোর্ত্তে এলেম্।

বরদা। একা নাকি? (মদের গেলাস দান)।

বিধু। (মদ্যপান) একটী ফ্রেণ্ডকে এনেছি।

বরদা। তাকে এখানে আন্তে ক্ষতি ছিল কি?

গোরা। ফ্রেণ্ডটী কে, তা জান? বিধু বাবুর ঘরের মালক্ষী। (মদ্যপান)

বিধু। ছি বাবা! ও কথাও বলে।

বরদা। তাহলেই বা আন্তে ক্ষতি ছিল কি? আমরাত আর কামড়ে খেতেম না। [মদ্যপান]

গোরা। পণ্ডিত বাহাদুরের ছেলের মত অনেক বার ঠেকে শিখেছেন, কাযেই আর বিবিকে বাবু সাজিয়ে বাবুদের কাছে নে যান না।

উড়ু। পণ্ডিত বাহাদুর টা কে? [মদ্য পান]

গোরা। আমাদের চেয়ারম্যান রাজা বাহাদুর।

উড়ু। পণ্ডিত বাহাদুর নাম হল কেন?

গোরা। তা জান না, তিনি নীল রতন হালদারের একখানি কবিতা রত্নাকর তাকিয়ার বাঁ দিকে রেখে, তার সংস্কৃত শ্লোক গুলি মুখস্থ কোর্ত্তেন, কি ভটচায, কি বাবু, কি সাহেব, কি চাকর, কি মুর্দ্দাফরাস যে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোর্ত্তে আসতো, তিনি অমনি কবিতা রত্নাকরের এক একটী শ্লোক, রদনহীন বদনে উচ্চারণ কোরে সম্ভাষণ কোর্ত্তেন, শেষে যত টীকিওয়ালারা কমিটী

কোরে, নবদ্বীপ থেকে মত এনে তাঁরে পণ্ডিত বাহাদুর টাইটেল দেছে। [মদ্যপান]

বরদা। তাঁর ছেলে জব্দ হল কিসে?

গোরা। বছর কতক হল, একদিন কুমার বাহাদুর স্ত্রীকে মোগল সাজিয়ে মেলফেটীনে চড়ে বাগানে বেড়াতে গিছলেন। দৈবক্রমে তাঁর অনেক গুলি ফেণ্ড সেই সময় বাগানে এসে পড়ে, বিধু বাবুও সেই সঙ্গে ছিলেন।

বরদা। তার পর? [মদ্যপান]

গোরা। বাবুরা সকলেই তয়েরি ছিলেন; বাগানে গিয়েই সকলে কুমার বাহাদুরের সঙ্গে সেকহ্যাণ্ড কচ্চেন, এমন সময়ে বামন লাল বাবু মোগল সাহেবের সঙ্গে সেকহ্যাণ্ড কোর্ত্তে কোর্ত্তে লাফিয়ে উঠ্‌লেন।

উড়ু। কেন? [মদ্যপান]

গোরা। দেখলেন যে "কামিনীর কোমল কর কমল" কাযেই আত্মারাম আহ্লাদে তের হাত লাফিয়ে উঠ্‌লেন। শেষে ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত, কুমার বাহাদুর অপ্রস্তুত হয়ে, বিবিকে নে দৌড়। [মদ্যপান]

বরদা। বামন লাল বাবুর সবি ভাল, কেবল ঐ এক দোষেই ওঁর মাথা খেয়েছে।

বিধু। বামন লাল বাবু এই বুড়োবয়সে কচি মেয়েটাকে নিয়ে কি ঢলানটাই ঢলালে, এক রাত্ত এক দিন ফাটকে বাস, দেশের লোকের কাছে অপমানের শেষ, তবু ও রোগ গেল না।

গোরা। বাঁড়ুর্য্যে মশায় থাকলে, সে সময় রোগের মত অসুধ দিতেন।

উড়ু। না মলে মানুষের স্বভাব যায় না।

স্বভাবো যাদৃশী যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশিং।

গোরা। হুরে ইণ্ডিয়ান স্কট! সংস্কিড় ্মিড় ও জান যে। এই বিদ্যেতে তুমি বেদকে ব্রহ্মার দাড়ী বল?

বিধু। ইনিই কি ইণ্ডিয়ান স্কট?

গোরা। হাঁ। [মদ্যপান]

বিধু। প্রণাম মশায়! এখানে এসে কি বলতে কি বলেছি কিছু অপরাধ নেবেন না।

গোরা। উড়ুম্বর বাবু তেমন দরের লোক নন।

বিধু। কি বাবু বল্লে? [মদ্যপান]

গোরা। উড়ুম্বর বাবু।

বিধু। বেদে, কোরাণে, বাইবেলে কোথাও ত এমন নাম শুনিনি।

বরদা। মদ খেয়ে কোর্টের বেঞ্চ থেকে উড়তে গিছলেন বলে, নাম হয়েছে উড়ুম্বর।

(জনৈক দ্বারবানের প্রবেশ।)

দ্বারবান। এক আদমী এই চিটী দোঠো দেগেয়া।

বরদা। দেও।

দ্বার। [পত্র দান] (স্বগত) বিরাণ্ডি আউর রেণ্ডিমে বাঙ্গালা মুলুক জ্বল যাতা হায়। বাবুলোক বিরাণ্ডি ঢালতা আওর পিতা, রাম রাম।

[প্রস্থান]

গোরা। কার চিঠী পড় দেখি।

বরদা। তুমি পড়, শুনি।

গোরা। [পত্র পাঠ]

Premanundo Dass, presents his respectful compliments to

Baboo Borodakant Ray and solicits the favor of his company to a pleasure party at his garden-house Buranagore, on saturday the 13th December current ও খানা কি চিঠী ?

বরদা। এখানায় তোমাকে ইনভাইট করেছে। [মদ্যপান]

গোরা। কালত সাটারডে, তুমি যাবেত ?

বরদা। আমার বড় অসুখ, আজ সকালে পোটাক্ রক্ত উঠেছে, আমি যেতে পার্ব্বোনা, তুমি যেও।

বিধু। প্রেমানন্দ টাকে ? [মদ্য পান]

গোরা। কলকেতার বাঙ্গালটোলায় থাকে, চেন না ?

বিধু। ওঃ আজ কাল যার মেলকেষ্টীন চড়া বন্দ হয়েছে বটে ?

গোরা। হাঁ।

উড়ু। কারণ কি ? [মদ্যপান]

গোরা। সুন্দ উপসুন্দ যাতে সর্ব্বস্ব হারায়।

উড়ু। ভ্রাতৃবিচ্ছেদে ?

গোরা। খালি ভ্রাতৃ নয়, মাতৃবিচ্ছেদও আছে।

বিধু। প্রেমানন্দর দুটো মোসাহেব আছে না ? নাম কি ভুলে গেলেম।

গোরা। ভূপাল ঘোষ আর রমেশ সেন। [মদ্যপান]

বিধু। যেটা নবাবের হাতির মত বুক ফুলিয়ে হেলে দুলে চলে, সেটার নাম বুঝি রমেশ ?

গোরা। হাঁ, বোসেদের বড় বাবু তার নাম রেখেছেন ডেয়ো পিঁপড়ে। তার আবার নবাবী কত, অচেনা লোকের কাছে বলা হয়, আমার পাঁচ খানা গাড়ী আছে, ১২ টা ঘোড়া আছে, ৪ টা ওয়াচ আছে, কিন্তু এদিকে হাঁড়ী ঠন্ ঠন।

বিধু। যাই বলুক, চলন দেখলে হাসি থামান কঠিন।

গোরা। চেহারাও তেমনি।

বিধু। যেন ফটীক চাঁদ। [মদ্যপান]

গোরা। কলকেতার এক চোকো বাবুর জামাই চটকদাসও—ঐ দলের লোক।

বিধু। সে, রোজ বৈকালে চিৎপুররোডে যখন বগি হাঁকিয়ে বেড়ায়, তখন দুধারের বেশ্যারা তার বাপন্ত না কোরে ছাড়ে না।

গোরা। দেওয়ান বাহাদুরের ছেলেকেও নাকি ঐ রোগে ধরেছে?

বিধু। শুন্তে পাচ্চিত।

উড়ু। ওসব কথা থাক, একটু মদ দেও।

গোরা। খাও মাণিক চাঁদ। [গেলাস দান]

উড়ু। [মদ্যপান] ধর বিধু বাবু! (ঐ)

বিধু। [মদ্যপান এবং গীত] বাংলাতে কি লেগেছে আগুণ, দেশের আচার দেখে হলেম খুন।

(সকলে-হুরে।)

গোরা। উড়ুম্বর বাবু! তুমিত এক জন পাকাপোয়েট, ঐটের আর এক লাইন বাড়িয়ে দেও দেখি।

উড়ু। এক গেলাস দেও আগে। মদ না খেলে আমি রচনা কোর্ত্তে পারিনে। বিশেষ, কবিতা রচনাটা আমি করিই না।

বরদা। আচ্ছা বাবা! তুমি যে কখানা বই ছাপিয়েছ, ওগুলো রচনা কোর্ত্তে কটা মামার বাড়ী ফেল কোরেছ? [মদ্যপান]

উড়ু। কে অত মনে করে রেখেছে? (মদ্যপান) বিধু বাবু! আর এক বার গান্ দেখি।

বিধু। বাংলাতে কি লেগেছে আগুন।
দেশের আচার দেখে হলেম খুন।

উড়ু। তা না না না না না না না কাটা ঘায়ে নুন।

[সকলে সুরে, ব্রেভো এবং করতালী দান]

গোরা। তুমি যাতে Grand Commander Starof of the India Title পাও, আমি সে চেষ্টা কোর্ব্বো। কাল আমি Editor দের বলে পাঠাব যে, এমন গুণী, মানী, জ্ঞানিকে, একটা বড় গোচ টাইটেল না দিলে বাঙ্গালার মুখোজ্জ্বল হয় না, কি বল? [মদ্যপান]

উড়ু। Independent রাজা নইলে ও Title দেয় না; আমি এক ইণ্ডিয়ানস্কট টাইটেলেই মেরে রেখেছি।

বরদা। [শয়ন] আমি ঘুমুই।

গোরা। এক কর্ম্ম করি এস বাবা! বুড়ো ব্যাটা আমাদের বড় গালাগাল দেছে!

বিধু। কোন্ বুড়ো বাবা?

গোরা। বরদার খুড়ো, আমার খুড়্ শ্বশুর শালা। চল বাবা তাকে ঘাটে নেগে জেয়ান্ত পোড়াইগে।

বিধু। I second your regulation. এখনি চল বাবা।

গোরা। উড়ুম্বর বাবু কি বল?

উড়ু। এখনি!

গোরা। Thank you, দাঁড়া বাবা। আগে একটু মদ খাই। [মদ্য পান] বরদা বাবু! ওঠনা বাবা! তোর খুড়োকে গঙ্গাযাত্রা করিগে।

বরদা। আমার বড় নেশা হয়েছে বাবা! তোরা তাকে ঘাটে নে যা, আমি শেষে মুখোগ্নি কোরে আসবো।

বিধু। ছি চাঁদ—একটু খেয়েই কুপোকাৎ।

গোরা। ও না যায়—নেই যাবে, আমরা যাই চল।

উড়ু। চল বাবা।

[গোরাচাঁদ, উড়ুম্বর এবং বিধুর প্রস্থান]

[বিশুর প্রবেশ।]

বিশু। (স্বগত) বাবুরা যে কি সুখে কুকুরের মুত গুলো খান, তা বল্‌তে পারিনে। (প্রকাশ্যে) বাবু উঠুন, বাড়ির ভেতর চলুন।

বরদা। তুমি কে মা ?

বিশু। আমি বিশু—বিশ্বেশ্বর।

বরদা। কি ব্যাটা একি কাশী ? তা তুই ব্যাটা বিশ্বেশ্বর এখানে এয়েচিস ?

বিশু। (স্বগত) বাবুত দেখচি আজ ভারি তয়েরি হয়েছেন, আজ যদি বাড়ির ভেতর শোয়াতে পারি, তা হলে পাঁচ টাকা বক্‌সিস্‌ পাব, দেখি কি হয়। [প্রকাশ্যে] বাবু উঠুন—রাত ঢের হয়েছে।

বরদা। কামড়াবো বাবা ! তুই বিশ্বেশ্বর, এখানে কেন ? কাশী যা—নইলে কামড়াবো।

বিশু। আমি আপনার চাকর বিশ্বেশ্বর।

বরদা। কি ? তুই ব্যাটা বিশ্বেশ্বর সকল দেবতার রাজা, তুই ব্যাটা আমার চাকর হলি। আচ্ছা বাবা তোকে কামড়াবো না; তুই আমাকে তোর কৈলাশ পর্ব্বতে নেচ। আমি আর এখানে থাক্‌তে চাই না। তুই ব্যাটাত খালি ধুতরো, গাঁজা, আর সিদ্ধি খাস, আমাকে সেখানে নেগেলে মদ দিতে পারবিত ?

বিশু। (স্বগত) মদ খাওয়ার এই মজা। [প্রকাশ্যে] সেখানে সব আছে।

বরদা। পাহারাওলা, নর্দ্দমা, ঝোলা, আর--আর আছেত বাবা?

বিশু। সব আছে।

বরদা। তবে গোরা চাঁদকে ডাক, সে নাগেলে মজা হবেনা;

বিশু। সে তোমার আগে, কৈলাশে গেছে।

বরদা। তবে আমায় ধরে নেচ, আমি উঠতে পারিনে।

(বরদাকান্তকে লইয়া বিশুর প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শিবপুর—কমলাকান্তের শয়ন ঘর।

কমলাকান্ত শয্যায় নিদ্রিত, বিধু, উড়ুম্বর, এবং গোরাচাঁদের প্রবেশ।

গোরা। কেউ গোল কোরোনা বাবা! আস্তে আস্তে খাট ধরে তোল; ও ব্যাটা জেগে উঠ্‌লে মজা হবে না। উড়ুম্বর বাবু! তুমি বাবা পায়ের দিক্‌টে ধর, আমরা দুজনে মাথা র দিক্‌টে ধরি।

উড়ু। আমি একলা কি একদিক তুল্‌তে পারবো বাবা?

বিধু। কেন পারবে না বাবা? গন্ধমাদন পাহাড়টা কেমন কোরে এনেছিলে বাবা? না হয় এখন একবার তোমার রাম বাবাকে স্মরণ কর।

গোরা। ওকি বাবা? গোল কোরোনা, আস্তে আস্তে তোল।

[সকলে খাট ধরিয়া কিঞ্চিৎ উত্তোলন।]

গোরা। দেখো বাবা! নড়িওনা আস্তে আস্তে নে—চল।

উড়ু। বল হরি, হরি বোল।

বিধু। বল হরি, হরি বোল।

কমলাকান্ত। [জাগরিত হইয়া] আমোলো—কেরে তোরা? আমায় কোথা নেযাস? খাট নাবা, নাবা, নাবা।

উড়ু। স্বর্গে নেযাচ্চি বাবা! ভয় নেই, ঘুমোও বাবা! [সকলে। বল হরি, হরি বোল।]

কম। (শয্যা হইতে উঠিয়া) তবে রে হতভাগা পাজী মাতাল ব্যাটারা! আমি বুড়ো মানুষ, আমার সঙ্গে ইয়ারকি? (বিধুর বক্ষে পদাঘাত, বিধুর পতন ও উড়ুম্বর এবং গোরাচাঁদের প্রস্থান।) মদ খেতে এসেছিস, বাপের পিণ্ডি খেতে এসেছিস তাই খেগে, আমার সঙ্গে মর্ত্তে ইয়ারকি দিতে এলি কেন? [বিধুর পৃষ্ঠে পদাঘাত]

বিধু। আর মেরো না বাবা! ঢের হয়েছে বাবা! আজ তোমাকে ওরা জেয়ান্ত পোড়াত বাবা, আমি হরিবোলদে জাগিয়ে দিয়েছি বাবা! আমায় কি মার্ত্তে হয় বাবা? তুমি বড় বদ রসিক বাবা!

কম। দেখছি তুমি এক জন ভদ্র লোকের ছেলে, তোমার কি এই কায? তোমার কি একটু লজ্জা হয় না?

বিধু। আমিত এ কায করিনি বাবা! মদে করেছে বাবা! মদই আমাকে এই কায কোর্ত্তে বলেছে বাবা! আমার দোষ নেই বাবা!

কম। এমন গু—না খেলেই নয়? দেখ দেখি, তুমি এক জন ভদ্র লোক হয়ে, ছোট লোকের মত ব্যাভার কল্লে! ছি! ছি! ছি! কোন্ মুখে শুঁড়িরও গু খাও?

বিধু। আমি একা খাইনে বাবা! আজ কাল দেশ শুদ্ধ লোকে খাচ্চে বাবা!

কম। তোমার মাথা খাচ্চে, উঠে যা এখান থেকে। (পদাঘাত)

বিধু। আর মেরনা বাবা! যাচ্চি বাবা! ঐ খাটের নীচে আর এক জন আছে বাবা! ওকে উঠিয়ে দেও।

কম। (খাটের নীচে মস্তক দিয়া অন্বেষণ।)

বিধু। এই নে বাবা—শুঁড়ির গুগুলো তুই খা,—আমি চল্লেম। [কমলাকান্তের পৃষ্ঠে বমি করণ]

[প্রস্থান]

কম। আমোলো, বেরো ব্যাটা বেরো। ও ভগা—ও কান্তে—ও রামা! ও বিশে! ও দরোয়ান! ওরে তোরা কে আছিসরে শিগ্‌গির আয়। মর ব্যাটারা উত্তর দেয় না, সব মোলো নাকি?

[ভগার প্রবেশ]

ভগা। কি হয়েছে? বাবু! কি হয়েছে?

কম। এই দেখ, হতভাগা বরদার মাতাল ইয়ার গুলো ঘরে এসে, গা ময় বমি করে দেগেল, রাম! রাম! শিগ্‌গির জল নে আয়।

[ভগার প্রস্থান]

কম। (ওয়াক্) ব্যাটারা কি সুখে এ গুগুলো খায়? রাম! রাম!

[জল লইয়া ভগার প্রবেশ]

ভগা। [গা ধুইয়া দিতে দিতে] ওমা! বমির গন্ধে অন্ন প্রাশনের ভাত পর্য্যন্ত উঠে যায় যে—রাম! রাম!।

কম। কি বিপদ! হতভাগারা দেখছি আমাকে আর এখানে থাকতে দিলে না। বরদা দেখ্‌ছি আমাকে তাড়ালে। এ নির্ম্মল কুলে এমন কুষ্মাণ্ডও জন্মেছিল! যম! তুই শারদাকান্তকে না। নে, বরদাকে নিলিনে কেন?

[সূর্য্যকুমারের প্রবেশ]

সূর্য্য। চৌধুরী মহাশয়! হয়েছে কি?

কম। আমার মাথা আর মুণ্ডু, বরদার কতকগুলো বিদ্‌কুটে মাতাল ইয়ার, আমায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারলে মশায়! আমি একে বুড়ো মানুষ, তাতে আজ তিন দিন অনাহারী, ঘুমুচ্ছি-লেম, ব্যাটারা এসে আমায় খাট শুদ্ধ তুলে নেযাচ্ছিলো!

সূর্য্য। অ্যাঁ——— বলেন কি?—তার পর?

কম। তার পর রেগে উঠ্‌তে কব্যাটা পালাল; আর এক ব্যাটাকে লাথি মারতে পড়ে গেল, পড়ে যেতেই আবার ঘা কতক মারলেম, শেষে ব্যাটা উঠে, গা ময় বমি করে দেগেল। ভগা তামাক দে।

[ভগার প্রস্থান]

সূর্য্য। আমি বাড়ী যাচ্ছিলেম, দেখি যে গোরাচাঁদ বাবু দৌড়চ্চেন, আমি জিজ্ঞাসা করলেম, গোরাচাঁদ বাবু কোথায় যান? তিনি বল্লেন কি না, ছোট কর্ত্তার নাভিশ্বাস হয়েছে, তাই ঘাটে নেযাবার যোগাড় কচ্চি, এ কথা শুনেইত আমার প্রাণ চম্‌কে গিছলো।

কম। ও ব্যাটাদের এমনি ইচ্ছেই বটে, আমি মলে ওরা বাঁচে, আমি আর এখানে থাকতে চাই না। আমি কাশী যাব, সেই খানেই থাকব।

[ভগার তামাক লইয়া প্রবেশ]

কম। আর একটা কল্‌কে কবিরত্ন মশায়কে এনে দে।

[ভগার প্রস্থান।]

কম। শারদাকান্ত মোলো [তামাকু পান ও কাশন] শারদাকান্ত [কাশন] মোলো, মনেকল্লেম [তামাকু পান কাশন] বরদাই শারদার মত আমাদের মুখোজ্জল কোর্কে, [কাশন] এখন সেই বরদা [তামাকু পান ও কাশন] কুলাঙ্গার হয়ে নির্ম্মল কুলে কালী দিচ্চে। [কাশন]

সূর্য্য। শারদা বাবুর কি আর কোন সংবাদই পাওয়া গেল না?

[ভগার প্রবেশ ও সূর্য্যকুমারকে তামাকু দিয়া প্রস্থান]

কম। মৃত্যু সংবাদ পর্য্যন্ত পাওয়া গেছে, আর কি সংবাদ (তামাকু পান ও কাশন] পাব বলুন? [কাশন]

সূর্য্য। শারদাবাবুর পরলোকপ্রাপ্তির সংবাদ দিলেকে?

কম। আমার জেষ্ঠ সম্বন্ধী শ্যামবাবু কানপুরের কেল্লায় [কাশন] কায কর্ত্তেন; বছর ২।৩ তিন হল তিনি বাড়ী আসছিলেন; [কাশন] পথে ডাকাতদের দেখ্‌তে পেয়ে, একটা মাঠে পালিয়ে যান, সেই মাঠে [কাশন] সেই মাঠেতেই [কাশন]

সূর্য্য। এঃ কাশীটে অত্যন্ত প্রবল হয়েছে দেখ্‌ছি।

কম। আর বেস্তর দিন বাঁচবোনা——হয়ে এয়েছে।

সূর্য্য। তার পর কি হল?

কম। সেই মাঠেতেই তিনি ঠিক শারদার মত একটী মড়া পড়ে রয়েছে দেখ্‌তে পান, তার পর এখানে এসে, আমাদের [কাশন] খবর দেন।

সূর্য্য। শারদা বাবুর অদৃশ্যের কারণ ত অনেকে অনেক রকম বলে; কিন্তু প্রকৃত বৃত্তান্ত কি, তা আমি এপর্য্যন্ত জান্তে পাল্লেম না।

কম। আমরাও অনেক রকম শুনেছি, কিন্তু প্রকৃত কারণ বোলে কোনটীকেই বোধ হয় না। গোরাচাঁদ আবার এই কথা লোকের কাছে কত রকম কোরে বোলে বেড়ায়।

সূর্য্য। গোরাচাঁদের হৃদয় কি পাষাণে গাঁথা?

কম। ওর কথা কন কেন? আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মাল্লে, পুলিসের ইনেস্পেক্টারি কায কোরে দিলেম; মনে কল্লেম, এইবার সৎ হবে, শেষে কি না তদারকে গিয়ে একটা গেরস্থের মেয়েকে বের কোরে এনে, আমার অপমানের শেষ কোল্লে!

সূর্য্য। রাম রাম। সমুদয় পৈতৃক বিষয়টা মদের জন্যে খুইয়ে, শ্বশুর বাড়ী এসে রয়েছে, তাতেও ওর লজ্জা হয় না?

কম। আজ কাল ও আমার সঙ্গে যেমন ব্যাভার কোচ্চে, তাতে এখানে থাকা আমার পক্ষে আর কোন মতেই উচিত নয়, আমি কালই কাশী যাব।

সূর্য্য। তা হলে সংসারের বড় দুর্দ্দশা হবে।

কম। তা কি কোর্ব্ব বলুন? এই বুড় বয়সে কি গোঁয়ার মাতাল গুলোর হাতে প্রাণটা খোয়াব?

সূর্য্য। বরদা বাবুকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে মাতালদের সঙ্গ ত্যাগ করান। আপনি গেলে কি আর সোণার সংসার থাকুবে?

কম। কবিরত্ন মশায়! এখন কি আর সে বরদা আছে যে, গায়ে হাত বুলিয়ে বোঝাব? এখন একটা ভাল কথা বল্‌তে গেলেই তেরিয়া হয়ে মারতে আসে, এখনকার বাবুরা মা বাপ-কেই মানে না—তা, আমি খুড়ো।

সূর্য্য। বরদা বাবুকে সকলেই ভাল বোলত, উনি যে এমন হবেন, তা আমরা স্বপ্নেও ভাবিনে।

কম। ঐ গোরা চাঁদইত ওর মাথা খাচ্চে। যাহোক কবিরত্ন মশায়, ওদের অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে, আমি কিন্তু কালই কাশী যাব, রাত ঢের হয়েছে, আপনি বাড়ী যান।

সূর্য্য। এ ঘরে আর শোবেন না।

কম। না।

(উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক—শিবপুর—হেমাঙ্গিনীর শয়ন ঘর।

কারপেট হস্তে হেমাঙ্গিনী আসীনা।

হেমাঙ্গিনী। (স্বগত) স্বামির মন যোগাবার জন্যে এত-কোরে লেখাপড়া শিখ্‌লেম—কারপেট বুন্‌তে শিখ্‌লেম—তবুও ওঁর মন উঠ্‌ল না। (কারপেট ফেলিয়া) আর, কার, পেট ভরাবার জন্যে কারপেট বুনবো?—উনি দিন রাত্তির মদ খাবেন—যত মাতালকে নিয়ে সমস্ত রাত্তির হর্‌রা কর্ব্বেন—আর আমি একাকিনী শুয়ে শুয়ে কড়িকাট গুনবো! বিয়ের পর, তিন বছর ঘরে শুলেন না। বল্লেন—মাগটা মূর্খ, ওর সঙ্গে আমার বনবে না, তাই শুনে যত দূর সাধ্য লেখাপড়া শিখ্‌লেম, তবে এখন ঘরে আসেন না কেন?—বলেন—মদ খাও! আমি কুলের বৌ—আমি মদ খাব কি করে?—বল্‌তে একটু লজ্জাও হয় না? বলেন, অনেক বড় মানুষের মাগ আজ কাল মদ খায়! তারা খায়, খাগ— আমি কেন খেতেযাব? যক্ষ্মাকাশ হয়েছে, মুখদে

রক্ত উঠ্‌ছে, মদ খাওয়ার কত সুখ, তা নিজে ভুগচেন, তবুও বলেন মদ খাও! ছি! ছি!

(যামিনীর প্রবেশ।)

যামিনী। একলা বোসে কি ভাবছ সই?

হেমা। আজ সই! হব জলসই।

যামি। যমরাজ দিয়েছে কি সই?

হেমা। নাই বা দিলে ক্ষতি তাতে কই?

যামি। তবে আমিও কেন রই কাটা কই?

হেমা। কেন, তুমিত হয়েছ ভাতার জই।

যামি। ওলো আমার প্রাণের রসময়ি!

হেমা। শোন সই! দুঃখের কথা কই।

যামি। কি বল।

হেমা। তোমার দাদাত কাল রাত্তিরে সুধা পান কোরে খুব তৈরি হয়েছিলেন, বিশেকে পাঁচ টাকা সন্দেশ খেতে দেব বোল্‌তে, সেত তাঁকে ধরে ঘরে এনে দিলে। বাবু তখন জেয়াস্ত কি, কি, তা ঠাওরাতে পারলেম না। মনে কল্লেম, বুঝি এই রকম আগলেই আজ রাত কাটাতে হবে। খানিক রাত্তিরে উঠে বলেন যে, 'তোকে মদ খেতে হবে' এই কথা শুনেইত আমার পেটের পিলে চম্‌কে গেল। হাতে পায়ে ধরে, কত মিনতি কল্লেম—কত বোঝালেম—কিছুতেই শান্ত হল না, কেবল মদ খাওয়াবার জন্যে জেদ কোর্ত্তে লাগলো, আমিত কোন মতেই স্বীকার পেলেম না, শেষে রেগে মেগে উঠে, টল্‌তে টল্‌তে ঘর থেকে বেরিয়েগেল। আমারো ঘাম দিয়ে জ্বর গেল।

যামি। তোরত তবু কপাল ফিরেছিল, ঘরে পেয়েছিলি,

যা নমাসে ছমাসে হয় না, তা হয়েছিল। আমার তিনি যে, কাল কোথায় ভেসেছিলেন, তা যমেও টের পায়নি।

হেমা। সই! আমাদের কি পোড়াকপাল! কি কুক্ষণেই আমরা এ পৃথিবীতে এসেছিলেম! পূর্ব্বজন্মে আমরা কি মহাপাপই করেছিলেম।

যামি। সই! বিধিরত বিবেচনা নাই—বঙ্গ রমণীদের প্রতি বিধিরত বিবেচনা নাই—দেখ দেখি, বিধি আমাদের সকলি দিয়েছে, রূপ—যৌবন—পতি—সকলি আমরা পেয়েছি। কিন্তু, পেয়েও এক মুহূর্ত্তের জন্যেও সুখিনী হতে পাচ্চি না, কেবল দুঃখানলে দগ্ধ হচ্চি। রাক্ষসী সুরা সতিন হয়ে সকল সুখ হতে আমাদের বঞ্চিত কচ্চে।

(বিরাজমোহিনীর প্রবেশ।)

বিরাজ। দিদি ঠাকুরুণ! একখানা কি কাগজ কুড়িয়ে পেলেম দেখত গা।

যামি। কোথা পেলি?

বিরা। বড় বৌঠাকরুণের পড়বার ঘরের দরজার কাছে কুড়িয়ে পেলেম।

হেমা। চিঠী খানি কিসের?—পড় দেখি।

যামি। এ যে আমার তাঁর লেখা!

হেমা। কি লিখেছে পড় না?

যামি। (পত্র পাঠ।)

প্রাণপ্রিয়ে সৌদামিনী!

গো, লাব বরণী ধনী নবীনা সুন্দরী!
রা, খ রাখ রাঙা পায় নৈলে প্রাণে মরি॥
চাঁ, দ মুখি! কত কাল থাকিব আশায়?

দ, হিল জীবন বন বাঁচা হল দায়!
হ, ব হত যদি নাহি করলো করুণা।
ত, ব পদ বিনে নাহি জীবনে বাসনা॥
ভা, বিয়ে ভাবিয়ে তনু তনু হল সার।
গা, হিব দুঃখের গীত কত্ত কাল আর?
বাঁ, ধিতে বাসনা সদা প্রণয় শৃঙ্খল।
চে, ষ্টা করি কত, সব করলো বিফল।
না, তি ঝাঁটা মার প্রিয়ে! পায়ে পড়ে রই।
ক, রিতে তোমারে ত্যাগ পারি আমি কই?
আ, মি তব তুমি মম জানিয়াছি সার।
র, সিকা হইয়ে কেন এহেন ব্যাভার?

একি সর্ব্বনাশ! পোড়ার মুখো ভেতরে ভেতরে এত কাণ্ড কোরেছে!!

হেমা। তাইত ঠাকুরঝি! এ কিরকম হল? ঠাকুরজামাই-য়ের চরিত্রত এমন নয়। আর বড় দিদিকেত কোন মতেই সন্দেহ হয় না। এ কেউ দুষ্টুমী কোরে লিখেছে। এতেত ঠাকুর-জামাইয়ের সই নেই।

যামি। এই যে সই রয়েছে, (পত্রের প্রত্যেক পংক্তির আদ্যক্ষর দেখাইয়া।) গোরা চাঁদ হতভাগা বাঁচেনাক আর। এ তারি হাতের লেখা। আঃ পোড়ার মুখো! মদ খাচ্চিস, তাই খা, আবার পরের মেয়েকে নিয়ে টানাটানি কেন?

হেমা। আচ্ছা সই! ঠাকুরজামাইত এমন কবিতা লিখতে পারে না।

যামি। এ উড়ুম্বর লিখেছে। সেও ঐ দলের লোক কিনা।

হেমা। উড়ুম্বর এক জন মস্ত কবি; তার এমন খারাপ রচনা; তার বই গুলো বিকোয় কিসে?

যামি। বড় লোকের নামের গুণে বিকিয়ে যায়। বিশেষ সেত আর কবিতা লেখে না।

(বিশুর প্রবেশ।)

বিশু। দিদি ঠাকরুণ! ছোটকর্ত্তা মশায় আপনাকে ডাকচেন।

যামি। কেমরে?

বিশু। তিনি এখনি কাশী চল্লেন, তাই আপনাদের সঙ্গে দেখা কোরে যাবেন বলে ডাক্চেন।

যামি। সেকিরে?— কাশী চল্লেন কি বল?— কেন কি হয়েছে?

বিশু। কাল রাত্তিরে জামাই বাবু যে কাণ্ড করেছেন, তাকি জানেন না?

যামি। কি করেছেরে?

বিশু। কাল রাত্তিরে বাবুরা মদ খেয়ে, ছোটকর্ত্তা ঘুমুচ্ছিলেন, তাঁকে খাট শুদ্ধ তুলে নিয়ে হরিবোল দিয়ে, গঙ্গাযাত্রা কোর্ত্তে বেরিয়েছিলেন।

যামি। ওমা সেকি?—তার পর?

বিশু। হরিবোলের শব্দেতে কর্ত্তা মশায় জেগে উঠ্তে, বাবুরা খাট ফেলে দৌড় মাল্লেন। বিধু বাবু নাকি ভারি মদ খেয়েছিলেন, তাই পালাতে পারেননি।

যামি। তার পর কি হল?

বিশু। কর্ত্তামশায় উঠে তাকে আচ্ছা কোরে বার কতক নাতি মারতে, সে রেগে কর্ত্তামশায়ের গায়ে বমি করে দিয়ে

পালিয়ে গেল; তাই কর্ত্তামশায় আর এখানে থাক্‌বেন না, আজই কাশী যাবেন।

যামি। বলিস কিরে বিশু?

বিশু। আমি কি তামাসা কোচ্চি দিদি ঠাকুরুণ?

যামি। হা জগদীশ্বর! দুঃখিনির কপালে একি লিখেছ?—(রোদন) মাগো! তুমি এখন কোথা?—বাবা!—একবার এইসময় এসে দেখে যাও—তোমার আদরের ধন যামিনীর দুর্গতি দেখে যাও। বাবা!—তুমি আমায় কার হাতে সমর্পণ কোরেগেছ? মা! তোমরা সরল ভেবে যার হাতে আমায় সম্প্রদান কোরেগেছ, একবার দেখে যাও, সেই সরল গরল হয়ে, আমার কি দুর্দ্দশা কোচ্চে। বাবা!—তুমি আমায় কেন আগুণে সঁপে গেলে না? বিধিরে! তুই কেন আমায় বৈধব্য বেদনা দিলিনে? মা, বাপের সঙ্গে আমার এ পাপ প্রাণকেও কেন তুই হরণ, কোল্লিনে?

হেমা। সই! আর কাঁদিসনে, তোর কান্না দেখে আমার হৃদয় ফেটেযাচ্চে, সই! আমরা হতভাগিনী—মহাপাপিনী, আমাদের অদৃষ্টে এত দুঃখ, যাতনা, না ঘটলে, আর কার অদৃষ্টে ঘটবে বল?

যামি। সই! আমার যে কি হচ্চে, তা আমিই জান্‌ছি, আর সেই সর্ব্বান্তর্যামী ভগবানই জান্‌ছেন।

হেমা। তা কি আর একবার কোরে বোল্‌তে?

যামি। সই! আমি আর এ প্রাণ রাখবো না (রোদন) এখনই এ জীবন জীবনে দিয়ে সকল যাতনা হতে পার হব। সই!— এ রমনীজন্মের যে সুখ,-তা এ পোড়াস্বামী নিয়েত

হলনা—আর নিশ্চয় জানি যে, হবেও না,তা—বৃথা এ দেহ ধারণ কোরে কেন মিছে যাতনার ভাগী হব ?

হেমা। সই! অমন দুর্ব্বাসনা কোরনা, একবার আমার অদৃষ্টের দিকে চেয়ে দেখদেখি—তোমার মত আমার হৃদয়েও চিতার অনল জ্বলচে কিনা—আর স্বামী সোহাগিনী হয়ে কতই বা সুখ সম্ভোগ কোচ্চি, তাও একবার ভেবে দেখদেখি। আর কেঁদোনা, শান্ত হও, খুড়শ্বশুর যাতে বাড়ী-ছেড়ে কাশী না যান, তাই করগে।

যামি। সই! আমি কি কোরে কাকাকে এ পোড়ামুখ দেখাব? (রোদন।)

হেমা। তুমিত আর তাঁর অপমান করনি। চল—সকলে গিয়ে তাঁর পায়ে ধরিগে।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শিবপুর—গোরাচাঁদের বৈঠকখানা।

গোরাচাঁদের প্রবেশ।

গোরাচাঁদ। (স্বগত) কি বুদ্ধিই খাটাইচি! লোকে মনে-করে যে, গোরাচাঁদ মাতাল—মুর্খ—কোন বুদ্ধিই নেই। হাঃ হাঃ হাঃ, শর্ম্মা দ্বিতীয় কন্দু নদ! শর্ম্মার অন্তরে যে, কি বচ্চে, তা এখনও কোন ব্যাটা টেরপাননি। (মদ্যপান) এই যে মদ খাচ্চি, একি ঘরের পয়সায়?—হাঃ হাঃ হাঃ এ বরদাকান্তের বাবার শ্রাদ্ধর দক্ষীণে—সব বেয়ারিং পোষ্ট! বাপের অগাধ বিষয়টা,

এই বোতলের জন্যে খুইয়ে, ঠেকে শিখেচি। এখন পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গাই আমার কায। বরদাকান্তকে মদ খেতে শেখালেম কেন ?—ওর লিভার হবে—যক্ষ্মাকাশ হবে—তাইতে পচে মরবে, আর শর্ম্মা পায়ের ওপর পাদিয়ে ওর অতুল বিষয়টা ভোগ-কোর্ব্বেন। ওর হয়ে এসেছে, আর বেস্তর দিন দেরি কোর্ত্তে হবে না। যক্ষ্মাকাশেই প্রাণ নাশ হবে। (মদ্যপান) হাঃহাঃহাঃ শর্ম্মার কি বুদ্ধি, বুড়োব্যাটাকে কি মজা কোরেই তাড়ান গেল ! কাশী গেলে হদ্দ মাস কতক বাঁচবে। ওর বিষয়টাত গাপ কোরে আচিই। এখন বাকী কেবল সৌদামিনী। আঃ—ছুঁড়ীর নাম কোল্লেই মুখ দে লাল পড়ে। ছুঁড়ীর কি রূপ !—কি ভঙ্গিমা !—কি নয়ন !—কি বচন !— আঃ—লেডী মেরি আপ [উরূতে করাঘাত] কিন্তু, ছুঁড়ী বড় নাছোড়বান্দা। কতক গুলো ইং-রিজি, বাঙ্গালা বৈ পড়ে, ছুঁড়ী বড় চালাক হয়েছে। এই কমাস ধোরে আমার বুদ্ধির হাড়ীকাটে ফেলবার জন্যে এত চেষ্টা কচ্চি, ছুঁড়ী কিছুতেই ঘাড় নোয়াতে চায় না। এত পত্র লিখচি—এত সাধ্য সাধনা কচ্চি—কিছুতেই বশে আস-চেনা। [মদ্যপান] ছুঁড়ী এমনি ছেনাল যে, কথাই কয় না। রূপের গৌরবেই হক—আর বিদ্যের গৌরবেই হক—হিমালয়ের মত উঁচু হয়ে আছেই আছে। এক একবার ছুঁড়ীর ব্যাভার দেখে, রেগে মেগে উঠি, কিন্তু, যাই তার মনোমোহিণী মূর্ত্তীটী হৃদয়ে উদয় হয়, আর অমনি জল—মদ আর মেয়েমানুষের কি মাহাত্ম্য ! এদের কাছে সকলকেই ঘাড় নোয়াতে হয়। পরের কথা থাক, স্থষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকেও মেয়ের রূপে পাগল হতে হয়েছিল। যাহোক, এ প্রাণ থাকতেত ছুঁড়ীকে কোনমতেই ছাড়-বোনা। ভীম যেমন দুঃশাসনের রক্তপান কোর্ত্তে প্রতীজ্ঞা কোরে, শেষে সে প্রতীজ্ঞা সফল কোরেছিলেন, আমিও তেমনি প্রতীজ্ঞা

কোচ্চি যে, সৌদামিনীর যৌবনকমলের মধুপান কোর্ব্বই কোর্ব্ব। [মদ্যপান] বোধ করি যামিনীর জন্যেই সৌদামিনী চক্ষু লজ্জায় আমার মনোভিলাষ পূর্ণ কোর্ত্তে পাচ্চেনা। তা ওপাপিনী যামিনীকে আমার আর দরকার কি?—ওকে বিয়ে করেছি বলে যা একটু মায়া হয়—তা বৃথা মায়া কোল্লে কি হবে?—ওর বদলে যখন এত গুলো বিষয় পাচ্চি—আর অমন রূপের ডালি সৌদামিনীকে পাচ্চি—তখন ওকে ঘরে রাখবার কোন প্রয়োজন নাই। এখনই ওকে খুন কোর্ব্ব—না—এখন না, সময় আছে। [মদ্যপান]

(উড়ুম্বর বাবুর প্রবেশ)

উড়ুম্বর। কি গোরাচাঁদ বাবু কি হচ্চে?

গোরা। আজ অমাবস্যা, তাই বাবার শ্রাদ্ধটা কচ্চি।

উড়ু। বাপের নামটা রাখচ বটে।

গোরা। তুমি কোন্ নও?

উড়ু। অত প্রকাশ্যে নয়।

গোরা। নেপথ্যে;—এমন মদ খেলেই কি, আর না খেলেই কি?

উড়ু। তোমারত আর মান অপমানের ভয় নাই।

গোরা। খান চার পাঁচ বই লিখেছ আর সামলা মাথায় দেওয়া নকিবের কাযপেয়েছ বলে, তোমার এতই মান বেড়েচে নাকি?

উড়ু। তা নয়ত কি?

গোরা। আমিও তবে কাল অবধি বই লিখতে আরম্ভ কোর্ব্বো।

উড়ু। বইয়ের নাম দেবে কি?

গোরা। উড়ুম্বরের বাপের শ্রাদ্ধ।

উড়্। তাতে কি কি থাক্‌বে ?

গোরা। তাতে—মার্টেল, স্যাম্পিন, ক্লারেট, রোজলিকর, পোর্ট, সেরি, ডেনিসমনি, হেনিসিস, ক্যাষ্টিলিয়ান, অরেঞ্জ-বিটার, বিয়ার, জীন, রম, হুইসকি, ওল্‌ডটম আর বরফ, কাকষ্ক্র, সোডা, লেমনেড, গ্লাস, আমড়ার বোলের চাট আর তোমার মুণ্ড্ থাক্‌বে।

উড়্। তবে সুরাধনী কাব্য নাম দিও। একটু মদ্‌দে। (মদ্যপান)

গোরা। [মদ্যপান] আর একটু খাবে ?

উড়্। দেও, আমিত আর পেঁচি মাতাল নই। [মদ্যপান]

[বরদাকান্তের প্রবেশ।]

গোরা। এতক্ষণ ছিলে কোথা ?

বরদাকান্ত। বড় কস্ট হচ্চে; বুক জ্বোলে যাচ্চে, নিশ্বেস ফেলতে পাচ্চিনে।

গোরা। কেন আবার কি হয়েছে ?

বরদা। মুখ দে প্রায় পোটাক্ রক্ত উঠেগেল। [শয়ন]

গোরা। একটু মদ খাও দেখি, এখনি সব জ্বালা যাবে।

বর। না, আর মদ খাবনা। ও বাবা—বুক গেল।

গোরা। এর মধ্যেই পেচুচ্চ।

বর। আর মদ খাব না।

গোরা। তোমার মজল ত হাধা আর নাই। বিষস্য বিষ-মৌষধং একটু মদ খাও, সব জ্বালা যাবে।

উড়্। বরদা বাবু! একটু খেয়েই দেখুন না।

বর। [মদ্যপান] আরো জ্বলচে যে।

গোরা। ও জ্বালা এখনই যাবে। লিভারটা কেমন আছে ?

বর। আরো বেড়েছে।

গোরা। (স্বগত) আমার মনস্কামনা সিদ্ধির যোগাড় হচ্চে। (প্রকাশ্যে) কিছু ভয় নাই, সব সেরেযাবে।

বরদা। আর একটু মদ দেও। (মদ্যপান)।

গোরা। আমিত বলেছি, যে মদ খেলেই জ্বালা যাবে। (মদ্যপান)।

উড়ু। বরদা বাবু! মদের তুল্য শোক-হর দ্রব্য, জগতে আর দ্বিতীয় নাই। সুরার এমনি মাহাত্ম্য যে, পুত্রশোক পর্য্যন্ত তুরিভূত হয়। কেবল কব্যাটা মূর্খতেই বলে যে, মদ খাওয়ার বড় দোষ। (মদ্যপান)

(বাণেশ্বর বিদ্যাভূষণের প্রবেশ।)

গোরা। কেও?—বিদ্যাভূষণ মশায় নাকি? প্রাতঃপ্রণাম।

বাণেশ্বর। রাধার শ্যাম আপনাদের মঙ্গল করুণ।

উড়ু। দেখছেন আমরা শক্তিউপাসক, সুরাদেবীর আরাধনা কোচ্চি, আপনি কালী না বোলে, রাধাশ্যাম বল্লেন কোন হিসেবে?

বাণে। হাঃ হাঃ বাবু! যিনি কৃষ্ণ, তিনিই কালী, একবইত আর দুই নয়।

গোরা। তা বটেইত, কৃষ্ণের আগে ক, আর কালীর আগেও ক আছে ও একি কথা। (মদ্যপান)।

বাণে। (স্বগত) বাবুরা দেখছি, সকলেই ভয়ঙ্কর মাতাল হয়েছেন। আমার এ সময় আসাই অন্যায় হয়েছে। তা আর কি কোর্ব্ব?—কাল বাদে পরশু কন্যাটীর বিবাহ; আজ কিছু আদায় না কোল্লেতো আর চলবে না। যিনি কিছু দেবেন, তিনিত সুরাপানে অচৈতন্য হয়ে পড়ে রয়েছেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের অদৃষ্টই এমনি পাতর চাপা।

গোরা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছেন কি?—বস্‌তে আজ্ঞা হোক।

বাণে। না বাবু! আর বোস্‌ব না, এই প্রাতঃস্নান কোরে এলেম; এখনি আমাকে ঠাকুরদের পুজো কোর্ত্তে যেতে হবে। আপনাদের বিছানাটা অশুদ্ধ, কেমন কোরে বোসব বলুন?

গোরা। এই আমি গঙ্গাজলের ছিটে দিচ্চি, সব শুদ্ধ হবে। (বিদ্যাভূষণের গাত্রে মদের ছিটা দেওন)।

বাণে। অ্যাঁ—কল্লেন কি?—এই কি আপনাদের উচিৎ হল? ব্রাহ্মণপণ্ডিত মানুষের গায়ে সুরাক্ষেপণ!—আপনারা লেখা পড়া শিখেছেন, বিজ্ঞমানুষ, আপনাদের এই কায?

গোরা। বিদ্যাভূষণ মশায়: রাগ কোরনা বাবা! তোমার মেয়ের বিয়েতে আমি কিছু দেব।

বাণে। হাহাহাঃ আপনারা হচ্চেন, আমাদের মাথার মণি, আপনাদের ওপর কি আমরা রাগ কোর্ত্তে পারি? আপনাদের খেয়ে পরে আমরা সাতপুরুষ মানুষ হলেম। আপনারা দুএকটা পরিহাস কোল্লে, আমাদের আরো আমোদ বোধ হয়। আপনাদের তুল্য ধনবান—গুণবান—জ্ঞানবান—ন্যায়বান—বিদ্বান—এ গ্রামের মধ্যে কেউ নাই, আপনাদের বাতকর্ম্ম উপলক্ষে নবৎবাজে। আপনারা কি সামান্য লোক?

উড়্। তা বটেইত। (মদ্যাপান)

গোরা। আর দাঁড়িয়ে কষ্ট পান কেন? বসুননা। [মদ্যপান]

বাণে। [স্বগত] বসতে হল, টাকা নিয়েই বিষয়। এখানে বসলেমইবা?—আমিত আর মদ খাইনি; আর কেইবা দেখতে আসচে। [উপবেশন]।

গোরা। আচ্ছা বিদ্যাভূষণ মশায়! আমরা যে, এই সুরাদেবীর আরাধনা কচ্চি, শাস্ত্রে এতে কি, কোন দোষ লিখেছে?

বাণে। ওটা কি জানেন—আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে ভূয়ো ভূয়ঃ নিষেধ কোরেগেছে যে, প্রাণ অন্তেও সুরাপান কোর্ব্বে না। সুরাপানের অশেষ দোষ, ধনক্ষয়—মানক্ষয়—বলক্ষয়—জ্ঞান-ক্ষয়—শেষে প্রাণ পর্য্যন্ত ক্ষয় হবার সম্ভাবনা। মনু, সুরাপানকে অশেষ দোষাকর বোলেগেছেন।

উড়্। কি!—সুরার নিন্দা!—সুরার অশেষ দোষ?—সুরাতো সুধা!—সুরার তুল্য দ্রব্য জগতে কি আছে?—যে সুরাপান কোল্লে চোদ্দপুরুষ উদ্ধার হয়—শরীরে বল হয়—সাহস হয়—বোবার মুখ ফোটে—বক্তৃতাশক্তি—রচনাশক্তি জন্মে—রণোৎসাহ জন্মে; যে সুরার বলে সমস্ত ভারতবাসীরা সভ্যতা সোপানে আরো আরোহন কোর্চ্চে—যে সুরার দ্বারা গবর্ণমেণ্টের লক্ষ লক্ষ টাকা আয় হচ্চে—শুঁড়ী মামারা প্রতিপালিত হচ্চে—বলরাম যে সুরা-পান কোরে যমুনা পুলীনে নৃত্য কোরে লাঙ্গল চসতেন, কালী যে সুরাপান কোরে শিবের বুকে পাদিয়ে দৈত্য দলন কোর্ত্তেন—যে সুরূপষী সুরা অশেষ মত মনমোহিনী রূপ ধারণ কোরে পাতকীদের উদ্ধার কোচ্চেন, তুমি কি না সেই সুরা দেবির—সেই জীবনরূপিণী সুরাদেবির নিন্দা কোল্লে! "শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ প্রমান পাওয়া যাচ্চে যে, মদ খাওয়ার অশেষ দোষ।" আঃ—কি আমার শাস্ত্র! যে ব্যাটা শাস্ত্র লিখেছে সে ব্যাটা ঘোর-মূর্খ—চাষা। মনু, আদত চাষা ছিল; সে মদের স্বাদ জানলে, কখনই মদের নিন্দে কোর্ত্তনা। আমি তার কথা মানিনে। মিত্তির খুড়ো তুহাজার পুঁথি খুলে দেখেছেন যে পূর্ব্বকালের মুনি ঋষিরা এমন কি শ্রীরাধা পর্য্যন্ত সুরাপান কর্ত্তেন মনু, মদের নিন্দে কোরেগেছে, তা তুমি কোন হিসেবে মদের নিন্দে কোল্লে? তোমার মত মূর্খ, নরাধম শিবপুরে দ্বিতীয় নাই। [মদ্য পান]

গোরা। আমি ওঁকে যা দেব বলেছি, তা কিছুই দেবনা। আমাদের সাক্ষাতে– এই মদের সাক্ষাতে—মদের নিন্দা!! এক পয়সাও—দেবনা।

বাগে। [স্বগত] গতিক বড় ভাল নয়। বাবুরা সকলেই মাতাল; এঁদের কাছে মদের সুখ্যাতী করাই উচিৎ ছিল। আবার শুনলেম যে, গোরাচাঁদ বাবু আমাকে যা দেবেন বলেছেন, তা দেবেন না, তবেইত মজালে। [প্রকাশ্যে] আপনারা আমার ওপরে এত রাগত হচ্চেন কেন? আপনারা কি মনে করেছেন যে, আমি মদদ্বেষী? তা ভ্রমেও মনে স্থান দেবেন না। আপনারা যখন আমাকে মদের দোষ গুণের কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেন, তখন আমাকে সকল শাস্ত্রের মত প্রকাশ কোর্ত্তে হবে কি না? "বেদাবিভিন্না স্মৃতয়োবিভিন্নাঃ নাসৌমুনির্যস্য মতং ন ভিন্নাঃ।" শাস্ত্রের মত সব ভিন্ন ভিন্ন। আমি প্রথমে যে সুরার দোষ ব্যাখ্যা কল্লেম, ও কেবল মনুর মতই ব্যাখ্যা কল্লেম বৈতনয়। অপরাপর মত প্রকাশ করি, শুনুন, তার পর আমার ওপর রাগ প্রকাশ কোর্ব্বেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে লেখা আছে যে, মহাদেবের যখন পীত্তরোগ হয়, তখন ধন্বন্তরী মহাদেবকে বোলেছিলেন যে, "পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পুনঃ পপাত ভূতলে। উত্থায়চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জ্জন্ম নবিদ্যতে।" এ শ্লোকের অর্থ হচ্চে এই যে, পীত্বা পীত্বা, কিনা, যদি কাহারও পীত্ত রোগ হয়, এবং সেই পীত্তরোগ আরোগ্য না হয়; আর পুনঃ পীত্ব কি না উত্তরোত্তর সেই পীত্তরোগ বৃদ্ধি হয়, আর পুনঃ পপাত ভূতলে, কি না সেই পীত্তরোগের যাতনায় অস্থির হয়ে—ভূতলে পড়ে রোগী যদি গড়াগড়ি দেয়, তাহলে, উত্থায়চ পুনঃ পীত্বা পুনর্জ্জন্ম নবিদ্যতে, কিনা সেই রোগীকে সুরাপান করালে, রোগী রোগ হতে মুক্ত হয়ে দণ্ডায়মান হয়, ও সে পীত্তরোগের

আর পুনর্জন্ম হয় না। মহাদেব নাকি ভিখারী ছিলেন, সমস্ত দিন লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কোরে যা কিছু পেতেন, সন্ধ্যার সময় পাক কোরে আহার কোর্ত্তেন। তাঁর অবেলায় আহার হত বলে—কাযেই তাঁর পীত্তরোগ হয়েছিল। পরে, যে দিন অবধি ধনম্বন্তরীর ব্যবস্থা মতে সুরা সেবন কোর্ত্তে আরম্ভ করেন, সেই দিন অবধি তাঁর পীত্তরোগ দূর হয়, শরীরও হৃষ্ট পুষ্ট হয়। তাঁর বাহন ষাঁড়টীও সময় মত খেতে পেতনা বোলে, তারও ঐ রোগ জন্মে, শেষে সেও মহাদেবের প্রসাদী সুরা খেতে আরম্ভ করায় রোগ হতে মুক্ত হয়ে মহাদেবের মত হৃষ্ট পুষ্ট হয়। অতএব দেখুন, শাস্ত্রের মত সব ভিন্ন ভিন্ন। মনু যে সুরাকে অশেষ দোষাকর বোলেগেছেন, ধন্বন্তরী সেই সুরাকে উপকার জনক বলেছেন। আমিত ধন্বন্তরীর মতকেই প্রধান বলি। আর উনি যা বল্লেন যে, সুরার তুল্য সুখদ দ্রব্য জগতে অতি বিরল, তা যথার্থ কথা। সুরাপানে কিছুমাত্র দোষ নাই। যারা অর্থশক্তি হীন, তারাই কেবল সুরাপানের নিন্দা করে। দেখুন ইংরাজ জাতিরা সুরাপান করেন বলেই, ওঁদের এত শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, অতএব সুরাপান করা সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য।

গোরা ও উড়ু। (হুরে এবং করতালি দেওন)।

গোরা। এখন আপুনি মানুষের মত কথা কইলেন। আপনার বক্তৃতায় আমি যে কি পর্য্যন্ত সন্তুস্ট হয়েছি, তা বলতে পারিনে। বক্তৃতার পারিতোষিক স্বরূপ আপনাকে এই পঞ্চাশ টাকার নোটখানি দিলেম। আপনার কন্যার বিবাহে স্বতন্ত্র সাহায্য কোরব। [নোট প্রদান]

বাণে। [কাপড়ের কোঁচায় নোট বাঁধিতে বাঁধিতে] আপনাদের মত দাতা, মহাশয়, ধনবান, বঙ্গদেশে অতি বিরল।

জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, আপনাদের ধনে পুত্রে লক্ষী-লাভ হক।

উড়্। বিদ্যাভূষণ মশায়! আপনার বক্তৃতাতে আমিও যে কি পর্য্যন্ত খুসি হয়েছি, তা আর বোলতে পারি না। আমার হাতে এখন কিছু নেই, নইলে আপনাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিতেম। (মদ্যপান)।

গোরা। দিতে, কি না দিতে, তা মাগঙ্গাই জানেন। মাসগেলে পাঁচশ টাকা মাইনে পাও, তার এক পয়সাও উপুড় হস্তে যায় না। মাসে মাসে মামার বাড়ির বিলে যা কিছু যায়, তাও আবার ফাঁকি দিতে পাল্লে ছাড়না। তুমি আবার মানুষকে দুপয়সা দিয়ে উপকার কোর্ব্বে?

উড়্। অমন কথা বোলনা, কত লোকের চাকরী কোরে দিইচি।

গোরা। সে কেবল আপনার শালা, ভাগনে আর জামাইদের দিয়েছ বৈত নয়। তাতে আবার কত টাকা ঘুষ খেয়েছ। অন্য কেউ পাঁচ মাস তোমার ল্যাজে তেল দিলেও একটা কায হয় না। সাধে কি লোকে বলে যে, পাঁচ মাস একটা ইংরেজের তোসামোদ করা ভাল, কিন্তু এক দিন একটা বাঙ্গালীর তোসা-মোদ করা ভাল নয়। (মদ্যপান)

উড়্। আচ্ছা, বিদ্যাভূষণ মশায়! এবার আপনার যেটী জামাই হবে, আমি তাকে চাকরী কোরে দেবই দেব। (মদ্যপান)।

বাণে। আপনারা অনুগ্রহ কোল্লে, আমাদের কি ভাত কাপড়ের জন্যে ভাবতে হয়?

গোরা। (স্বগত) বামুন ব্যাটা মনে কোচ্চে যে, পঞ্চাশ টাকা গাপ কোল্লেম। ও গোরাচাঁদ শর্ম্মার টাকা, ও টাকা

হজম করা বড় শক্ত লোকের কর্ম্ম। [প্রকাশ্যে] বিদ্যাভূষণ মশায়! আপনিত বল্লেন যে, মদ্যপান করা সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য। আচ্ছা, একবার চোককান বুজে, এই টুকু চোঁককোরে গিলে ফেলুন দেখি, তবেই জানবো যে, আপনি মদদ্বেষী নন।

বাগে। [স্বগত] এইবার মজালে! যদি এদের কাছে মদ খাই, তাহলেই সর্ব্বনাশ। যদি না খাই, তাহলেও হস্তগত নোটখানিত কেড়েনেবেই; আর যে রকম মাতাল হয়েছে, তাতে যথেষ্ট অপমানও কোর্ত্তে পারে—উপায় কি?

গোরা। ভাবছেন কি?—এখানে কেউনাই যে, দেখতে পাবে। আপনি চোঁককোরে গিলেফেলুন।

বাগে। বাবু! আজ ক্ষমা করুন, এই মাত্র প্রাতঃস্নান কোরে আস্‌চি, এখনি আবার পূজা কোর্ত্তে যেতে হবে।

গোরা। তা বেশত, আপনিত আর সমস্ত দিন মদ খাচ্চেন না। এক গ্ল্যাশ খেতে হান কি?

বাগে। (স্বগত) সর্ব্বনাশ উপস্থিত! গ্রামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মধ্যে সকলেই আমাকে প্রধান বলে মান্য করে—আমি গ্রামের সর্ব্বে সর্ব্বা—যা মনে করি, তাই করি, আমি যদি এদের সঙ্গে মদ খাই, তাহলে আমার অপমানের কি শেষ থাকবে? প্রাণ যায় সেও স্বীকার, এঁদের সঙ্গে মদ খাওয়া হবে না। কিন্তু টাকা গুলোর জন্যে বড় মায়া হচ্চে, অত গুলো টাকা।

গোরা। মিছেমিছি ভাবছেন কি? আপনি যদি মদ খান তাহলে, ফি গ্ল্যাশ পিছু আপনাকে পঞ্চাশ টাকা দেব।

উড়ু। আমার ঠেঁয়ে কিছু নেই, নইলে আমিও নগদ টাকা দিতেম। তা আপনি যদি এক গ্ল্যাশ খান, তাহলে আমার এই ঘড়ী শুদ্ধ চেন ছড়াটা আপনাকে দেব।

বাগে। (স্বগত) তাইত, ক'র কি?—একটু মদ খেলে যদি

অত গুলো টাকা, ঘড়ী, চেন পাওয়া যায়, তা খাই না কেন?-কেই বা এখানে দেখ্‌তে আসচে? ওঁরা যে কারো কাছে বলে বেড়াবেন, তা বোধ হয় না। তাহলে আর অত টাকা দিতেন না। আর, এক গ্লাশ খেলে কিছু তত নেশা হবে না। মুখে গন্ধ থাকবে, তা বাড়ীতে গিয়ে চারটী কাঁচা মুসুরডাল খেলেই গন্ধ ঢেকে যাবে।

গোরা। এই নিন ধরুন—আমি এখনি আবার পঞ্চাশ টাকা দেব।

বাগে। ও গেলাশটাতে কি কোরে খাব? ওটা যে এঁটো।

গোরা। (স্বগত) মদ খাবেন তা আবার এঁটো গ্লাশ! ক্রমে হবে। (প্রকাশ্যে) এখানেত আর ভাল গ্লাশ নেই। আপনিত কোশা কুশী এনেছেন, তা ঐ কুশী খানা কোরে আরম্ভ কোরে দিন না।

বাগে। ও পূজার জিনিস।

গোরা। হলই বা, গঙ্গাজল দে ধুয়ে নেবেন।]

বাগে। আচ্ছা দিন। (কুশী করিয়া মদ্যপান) বুকটা জ্বলচে যে? কাকুইকে বলবেন না বাবু! তাহলে ব্রহ্মহত্যার পাতকী হবেন।

গোরা। না কারেও বোলব না।

উড্। I drink the health of our new friend বিদ্যাভুষণ মহাশয়। (মদ্যপান)

বাগে। কি বল্লেন? কিছু বুঝতে পারলেম না যে? সকলকে বলে দেবেন নাকি?

গোরা। না না; উনি আপনার শারীরিক মঙ্গলের জন্যে সুরাপান কোল্লেন। আপনার উচিত ওঁর মঙ্গলের জন্যে এক গেলাশ পান করা নইলে ওঁর অপমান হবে।

বাগে। [স্বগত] এওত বিষম বিভ্রাট দেখ ছি। [প্রকাশ্যে] আচ্ছা দিন, আর এক কুশী খাই। [মদ্যপান] উঃ বড় গা বমি বমি কচ্চে।

উড়ু। এই পেয়ালা টুকু খান, সব সেরে যাবে।

বাগে। না [স্বগত] আর মদ খাওয়া হবে না।

গোরা। good health বিদ্যাভূষণী। [মদ্যপান]

বাগে। আপনি আমার কি বলচেন?

উড়ু। উনিও আপনার স্ত্রীর শারীরিক সুস্থতার জন্যে এক গ্ল্যাশ খেলেন, আপনার আর এক গ্ল্যাশ খাওয়া কর্ত্তব্য।

বাগে। [স্বগত] তা মিথ্যে নয়, উনিই টাকা দিয়েছেন, আরো দেবেন, ওঁর মঙ্গলের জন্যে যদি না খাই, তা হলে এক হতে আর হবে। [প্রকাশ্যে] আর এক কুশী দিন। [মদ্যপান ও বমি করন।]

গোরা। আমার হেল্‌থের জনো মদ খেতে গিয়ে বমি কোল্লে বাবা! ও মদ খাওয়া না মঞ্জুর। তোমাকে আর এক গ্ল্যাশ খেতে হবে।

বাগে। ক্ষমা করুন, আমি আর পারবোনা, বড় অসুখ কোচ্চে।

উড়ু। সেকি মশায় উনি বলেছেন খাবেন না?

বাগে। আচ্ছা দে বাবা! [মদ্যপান, স্বগত] আমার শরীর এত অবশ হচ্চে কেন? মাথাটা ঘুরচে, কিন্তু আমার মন যেন নাচচে। বাহবা, ইংরেজ বাহাদুর কি মদেরি সৃষ্টি করেছে!!

উড়ু। এঁটো গ্ল্যাশটাতে মদ খেলেন যে?

বাগে। আমার খুসী বাবা! কুশী কোরে মদখেলে, বোধ হয় যেন চরণামৃত খাচ্চি।

বরদা। ওমা—ওবাবা—উহুঃ হুঃ গেলেম যে।

গোরা। কি হয়েছে?

বরদা। নিশ্বেস ফেলতে পাচ্চি·না, বুকে বড় ব্যাথা ধরেছে। কাশতে গেলেই দম আটকে যায় [কাশন] ওমা—প্রাণ যায়।

গোরা। একটু মদ খাও, সব সেরে যাবে।

বরদা। ওমা—দাও—মদ—দাও [মদ্যপান] বুক গেল, মলেম।

বাণে। ভয় নেই বাবা! আমি আছি বাবা! [নিজ পদধূলি লইয়া বরদার মস্তকে দেওন] সব রোগ দূরে যাবে বাবা! কুচপরোয়া নাই বাবা!

বরদা। যা যা সরে যা।

বাণে। ছি বাবা! রাগ কোল্লে বাবা! বিষ্ণু যিনি, তিনি নিজে বুকে এই ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন ধারণ কোরেছেন; আর তুমি এই পায়ের ধূলা ধারণ কোর্ত্তে পাল্লেনা বাবা! তুমি বড় বদরসিক বাবা! গোরাচাঁদ বাবু! মদদে বাবা! [মদ্যপান]।

গোরা। বরদা বাবু! তুমি ঘুমোও। [মদ্যপান]

উড়ু। বিদ্যাভূষণ মশায়! একটা গান করুন না শোনা যাক। [মদ্যপান]।

বাণে। আমার চোদ্দপুরুষ চণ্ডীপাঠ কোরে মরেগেছে বাবা! আমি শালা গান জানবো কোত্থেকে? নাচতে জানি, আমি নাচি, তোমরা গাও।

উড়ু। বাই নাচবে না খ্যামটা নাচবে?

বাণে। আমি কি মেয়ে মানুষ তা বাই, খ্যামটা নাচব? আমার বাড়ীতে একদিন বাঁদর নাচ হয়েছিল, আমি তাই শিখেছি।

গোরা। তবে ঐ নামাবলী খানা দাও, তোমার কোমরে বেঁধে ল্যাজ কোরে দি। (বিদ্যাভূষণের কোমরে নামাবলী বাঁধন)।

বাগে। তোমরা এই ল্যাজটা ধরে টান, আমি নাচি। (নৃত্য)

গোরা। [নামাবলী ধরিয়া টানিতে টানিতে] তাক্‌ধিনা ধিন্ বাঁদর নাচে, ধেই ধেই ধেই বাঁদর নাচে, বিদ্যাভূষণ বাঁদর নাচে, ধিন্ তাধিনা বাঁদর নাচে।

বাগে। [উড়ুঘরের ঘাড়ে পতন] লেগেছে বাবা! আমি হাত বুলিয়ে দিচ্চি বাবা! একটু মদ খাও বাবা! গোরাচাঁদ বাবু! মদ দাওনা বাবা!

গোরা। আর মদ নেই।

বাগে। সেকি বাবা! এর মধ্যেই ফুরিয়ে গেল?

গোরা। [স্বগত] ব্যাটা যেমন বামনাগিরি ফলাচ্ছিল, তেমনি হয়েছে। ব্যাটা বড় মদের নিন্দে করে, আরো জব্দ কোর্ত্তে হবে।

বাগে। মদের কি হবে?

গোরা। ঘরে আর মদ নাই; আমার কাছে খুচরা টাকাও আর নাই। তোমার ঐ কোশা কুশী যদি দাও, ত শুঁড়ির দোকানে বাঁধা দিয়ে মদ আনাই।

বাগে। মদের জন্যে আমি সর্ব্বস্ব দিতে পারি বাবা! মায় ব্রাহ্মণী পর্য্যন্ত—কোশা কুশী কোন ছার?—মদ কিনে আনবে কে?

গোরা। বিশে আনবে এখন।

বাগে। এখন শুই বাবা! মদ এলে উঠিও। [শয়ন]

গোরা। বিশে—

[নেপথ্যে আজ্ঞা যাই।]

গোরা। কেমন মজা?

উড়ু। দ্রুশো।

(বিশুর প্রবেশ।)

গোরা। মদ আছে?

বিশু। আজ্ঞে না।

গোরা। সেকিরে? পরশু তিনকেশ মদ এসেছে, আজ এক বোতল ও নেই?

বিশু। [স্বগত] থাক্‌বেনা কেন আছে। তা আমরা যদি দু এক বোতল চুরি কোরে শুঁড়ির বাড়ী বিক্রি না কোরব, তা হলে আমাদের চলে কৈ? পাঁচ সিকে মাইনে—তাতে কি সংসার চলে? কাযেই বাবুদের ভাল মন্দ জিনিস চুরি কর্ত্তে হয়।

গোরা। চুপ কোরে রৈলি যে?

বিশু। আজ্ঞে না, একটু ও নেই, সব ফুরিয়ে গেছে।

গোরা। আচ্ছা, তবে ঐ বিদ্যাভূষণ মশায়ের কাছ থেকে কোশা কুশী নিয়ে, শুঁড়ির দোকানে বাঁধা রেখে এক বোতল ব্রাণ্ডী নিয়ায়।

বিশু। [স্বগত] সেকি?— বিদ্যেভূষণ আবার কে?— এই যে কে শুয়ে। এযে বাণেশ্বর বিদ্যেভূষণ মশায়! এমন কোরে শুয়ে কেন?—মুখ দিয়ে গ্যাজলা উঠ্‌ছে যে? উঃ—মদের গন্ধ! মদ খেয়েছেন নাকি?—কি সর্ব্বনাশ! ইনি আবার মাতাল!! ইনি তিন সন্ধ্যা জপ, আহ্নিক করেন, এক বেলা হবিষ্যি করেন, গাঁয়ের মোড়ল, ইনি আবার মাতাল!!—ধন্য কলিকাল!! লোকে দেখলে শুনলে বোলবে কি? গাঁয়ের ছেলেরা মদ খায়, ঠ্যাটার করে বলে যিনি তাদের শাসন করেন, তিনিই আবার মাতাল! কলিকালে লোক চেনা ভার। বোধ করি বাবুরা এঁকে ধরে বেধে খাইয়েছে। না—তাকি হতে পারে? বোধ করি লোভ দেখিয়ে খাইয়েছে; এবিট্‌লে বামুন টাকার বড় বশ; টাকা পেলে না কোর্ত্তে পারে, এর এমন কাযই নেই। পরশু এর মেয়ের বিয়ে, আজ তাই বুঝি কতক গুলো টাকা দেব বোলে বাবুরা বামুনের

জাত মেরেছে। হায়রে টাকা! তোর অসাধ্য কায কিছুই নেই। তোর জন্যে লোকে সবই কোর্ত্তে পারে। "পৃথিবীটা কার বশ? পৃথিবী টাকার বশ।"

গোরা। ভাবচিস কি? কোশাকুশী চেয়ে নেনা। বিদ্যা-ভূষণ মশায়! কোশাকুশী দাও, মদ কিনে আসুক।

বাণে। কে বাবা?—বিশ্বেশ্বর! (উঠিয়া) তুমি এতক্ষণ কোথা ছিলে বাবা! একটু পায়ের ধুলো দাও বাবা! [পদ ধূলী লইতে অগ্রসর হওন।]

বিশু। করেন কি মশায়! আমি যে বিশু, আপনার চাকরের চাকর; করেন কি?

বাণে। তুমি আমার চোদ্দ পুরুষ বাবা! তুমি আমার ইষ্টি গুরু বাবা! তুমি চাকর কেবলে বাবা? পায়ের ধুলো দে বাবা, তরে যাই।

বিশু। অমন কথা বলবেন না, তাহলে মারা যাব। [স্বগত] অন্য দিন এই বামুনটাকে দেখলে কত ভক্তি হত, আজ একে দেখে মনে কত ঘেন্না হচ্চে। আহা! বামুনটা মদ খেয়ে এমনি অজ্ঞান হয়েছে যে, কাকে কি বলচে, তা কিছুই জানতে পাচ্চে না, ধন্য মদ! তোরে বলিহারি যাই! তোর সংসর্গে দেবতাও যে শুওরের চেয়েও অধম হয়, তা আজ প্রত্যক্ষ দেখলেম।

বাণে। পায়ের ধূলো দিবিনে বাবা! রাগ কল্লে বাবা! ছি বাবা!

গোরা। ওসব এখন রেখে দাও। (কোশাকুশী লইয়া) এইনে, বিশে! ভাল দেখে ব্রাণ্ডি নিয়ায়।

বাণে। এ ভিজে কাপড় খানা থাকে কেন বাবা? এখনাও নেযাও। শুঁড়ী মামার ঢের উপকার দেখবে।

গোরা। নেরে কাপড় খানাও নেযা।

বিশু। [কাপড় ও কোশাকুশী লইয়া স্বগত] মদের যে কত গুণ, তা এই বাবুদের বাড়ী থেকে, বেশ জানতে পারলেম। এই বামুন, এক পয়সার কাঙ্গাল—সবে আজ একটু মদ পেটে পড়েছে, অমনি কি না, কোশা, কুশী, মায় পরবার কাপড় খানা পর্য্যন্ত পোড়া মদের জন্যে বাঁধা দিতে যাচ্চে! ছি ছি ছি! এই রকম কোরেই মাতাল বাবুদের সর্ব্বনাশ হয়। বিষয় আশয় যা কিছু থাকে, মদ খেতে শিখে, এই রকম কোরেই শুঁড়ির বাড়ী চালান করেন। শেষে, কেউ চিররোগী হয়ে, অনেক কষ্টে যমের বাড়ী যান, কেউ ভিখিরী হয়ে পথে পথে, কেঁদে কেঁদে বেড়ান, আর ছেলেরা ভাত কাপড়ের জন্যে হাহাকার কোরে বেড়ায়! এই সব দেখে শুনেও কি পোড়া দেশের লোকেদের চৈতন্য হল না? এই বয়সে, কত শত বড় মানুষকে—কত শত গেরস্থকে যে, পোড়া মদের জন্যে ফতুর হতে দেখ্‌লেম, তা বলে শেষ করা যায় না। সে কেলের লোকেরা তেমন লেখা পড়াও জানতো না, মদ খেতেও জানতোনা। এখনকার বাবুরা যতই গোবরঘন্টর ইস্কুলে পোড়চেন, ততই সর্ব্বনাশ হচ্চে। দশ বছরের ছেলে থেকে, একশ বছরের বুড়ো পর্য্যন্ত মদে, ভাতে এক কোরে খাচ্চেন! সাহেব হচ্চেন, মাগকে ইষ্টি গুরু কোরে, মা বনকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিচ্চেন। সমস্ত বিষয়টা শুঁড়ির দরগায় হাজীর কোচ্চেন। দিন নেই, রাত নেই, লজ্জা নেই, শরম নেই, মদ দিয়ে বাপের শ্রাদ্ধ কচ্চেনই। কেউ পাতকো ঝালা সাজচেন। কেউ নর্দ্দমায় পড়ে ছুঁচো ধরে খাচ্চেন। কেউ মড়ার মত খানায় পড়ছেন, অমনি কুকুরে মুখে—দে যাচ্চে। কেউ ঝোলায় চড়ে, শ্বশুর বাড়ী যাচ্চেন। কেউ মাথাটা ফাটাচ্চেন। কেউ বা বাগানে গিয়ে বাপের পুকুরে ডুবে মরচেন। কেউ বা মেছো বাজারের, হাড়কাটা গলির আর শোনাগাজীর সিদ্ধেশ্বরীদের

পদতলে হত্তাদিয়ে পড়ে রয়েছেন! ও পয়ার বাপের পিণ্ডির কায সারচেন! আহা! এতে বাবুদের যে কি সুখ, কি সুখ্যাতি হয়, তা আর বলতে পারিনে। যাহক, এখন বামুনের কোশা, কুশী বাঁধা দিয়ে, আমিত কখনই মদ আনতে পারবোনা। এখন এ গুলো ঘরে রেখে দিইগে, পরে দিয়ে আসবো। কাল যে বোতল দুটো লুকিয়ে রেখেছি, তাই একটা এনে দিই, পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যাক। পাপের ধনই বা বলি কেমন কোরে? বড় বড় বাবুরা আফিসে যা চুরি কর্ল্লেন, তাকে উপরি বলেন, আর আমরা নিলেই চুরি করা হয়।

গোরা। যা না।

[বিশুর প্রস্থান।]

বরদা। ওমা—মলেম যে—ও—মা—মা—আ— (কাশন)।

গোরা। বড় কষ্ট হচ্চে কি? ইঃ রক্ত যে।

বরদা। ও বাবা!— বড়—ব্যাথা— পাশ—ফিরতে—ওমা—ওহো—হো।

গোরা। (স্বগত) শর্ম্মার মন্ত্র সফল হবার যোগাড় হচ্চে। এখনও ডাক্তার দেখাতে দিইনি, যদি আরাম হয়। [প্রকাশ্যে] বরদা বাবু! কিছু ভয় নেই, একটু মদ দেব?

বরদা। না—মদ—ওমা—ও—বাবা!—মদ—খাব—ওগো—মলুমগো—খাব—না।

গোরা। তবে তোমার ঘরে খাটে শুয়ে থাকগে।

[মদের বোতল লইয়া বিশুর প্রবেশ।]

গোরা। বোতলটা রেখে, বরদা বাবুকে শুইয়ে আয়।

বিশু। [স্বগত] হায় হায়! এই হতভাগা মাতাল বাবু-টাকে দেখলে, বুক ফেটে যায়। গাঁয়ের ভদ্দর লোকেরা আগে এর সঙ্গে আলাপ কোর্ত্তে কত চেষ্টা কোর্ত্তো। কিন্তু এখন

তারা এর দেখা পেলে মুখ ফিরোয়! এই বাবু, আগে দিন, রাত বয়ে মুখে এক হয়ে থাকতেন, সকলে তা দেখে কত সুখী হত। যে দিন অবধি গোরাচাঁদের ফাঁদে পা দিলেন, বিষ খেতে শিখলেন, সেই দিন অবধি সর্ব্বনাশ হচ্চে। কতক গুলো মাতাল পুষচেন, বিষয়টা একে একে খোয়াচ্চেন, আর এই রোগের কষ্টে ছট ফট কোচ্চেন। যম যন্ত্রণা ধরেছে; মদ খাওয়ার সুখভোগ কোচ্চেন। হায় হায়! আগে, পাছে লেখা পড়ার ব্যাঘাত হয় বলে, স্ত্রীর কাছে শুতেন না, এখন কি না স্ত্রী মদ খাননা বোলে ঘরে শোননা! একি কম লজ্জার কথা! এই গোরাচাঁদইত এর মাথা খেলে। গোরাচাঁদকে দেখ্‌তে মানুষের মত, ব্যাভার রাক্ষসের মত, জোচ্চোর ও বদমায়েসের চুড়োমণি। খালি মদ খান, আর লোকের সর্ব্বনাশের চেষ্টা করেন। এই বুড়োবামুন, একে কি না মদ খাইয়ে, কোশাকুশী পর্য্যন্ত শুঁড়ির দোকানে বাঁধা দিতে দিলে! ছি ছি! কিন্তু, ব্যাটা আমার কাছে মাঝে মাঝে খুব জব্দ হন। উনি মনে করেন যে, লোককে আমার মত ফাঁকি দিতে কেউ পারে না। কিন্তু শর্ম্মা যে, ওঁর বাবার বাবা, তা উনি জানেন না। যে দিন দেখি যে, বাবুর জামার বগলি ঝম ঝম কোচ্চে, সে দিন নিজে গেলাশে কোরে মদ ঢেলে দিতে দিতে, এক গেলাশে ফোঁটা দুই সর্ষের তেল দিয়ে খেতেদি, বাবু, সে মদ খেয়ে আর নেশা হজম কোর্ত্তে পারেন না। চিৎপাত হয়ে কুম্ভকর্ণের মত নিদ্রা যান; শর্ম্মাও অমনি বাবুর বগলির ভেতর যা থাকে, সাৎ করেন। আবার যে দিন মদ না থাক্‌লে মদ কিন্‌তে দেন, সে দিন আদ বোতল মদ কিনে, তাতে আদ বোতল জল মিশিয়ে দিয়ে, বাকী টাকা গাপ করি; বাবু নেশার ঝোঁকে সে জল মেশান মদ কি, কি, তা কিছুই টের পান না। মদের

মুখে মাতাল বাবুরা যা কিছু পান, তা অক্লেশে খান, কি যে খান, তা কিছুই টের পান না। মনে হলেও হাসি পায়; এক দিন এই গোরাচাঁদ মদ খেয়ে একটা বোতলে মুতে, ঐ কোনে রেখে যান, খানিকটে পরে, ঐ উড়ুম্বর বাবু টলতে টলতে এসে, মদ খুঁজতে খুঁজতে, সেই মুতের বোতলটাই অক্লেশে ঢক ঢক্ কোরে খেলেন! আমি দেখেই অবাক, হাসি আর রাখতে পারলেম না, ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেম। তাই বলি যে, মদ খাওয়ার এও একটী প্রধান গুণ।

গোরা। দাঁড়িয়ে রৈলি যে?

বিশু। বাবু! উঠুন।

বরদা। অ্যাঁ—অ্যাঁ—ওমা।

বিশু। [স্বগত] মদের আয়েব কত হবে!

[বরদাকে লইয়া বিশুর প্রস্থান।]

গোরা। [মদ্যপান] খাও উড়ুম্বর বাবু! [গেলাশ দান]।

উড়ু। [মদ্যপান] বামুনটাকে তোল।

গোরা। ও এখন নিমতলার মড়া। ওকি আর এখন উঠতে পার্ব্বে? ব্যাটাকে জব্দ করি এস।

উড়ু। আবার কি জব্দ?

গোরা। টিকী কেটে নিয়ে ব্যাটাকে নর্দ্দামায় ফেলে আসিগে চল।

উড়ু। টিকী কেটে নিয়ে কি হবে? [মদ্যপান]।

গোরা। টেম্পারেন্স সোসাইটীতে পাঠিয়ে দেব। আর লিখে পাঠাব যে, একজনকে নূতন মদ খাওয়াতে শেখান গেছে; তার প্রমাণ স্বরূপ তার এই টিকী পাঠান গেল। [মদ্যপান]।

উড়ু। বেশ বলেছ, টিকী কাটবে কি দিয়ে?

গোরা। ঐ যে পলতে কাটা কাঁচি খানা সেজের কাছে আছে, ঐ দিয়ে কাটি। (বিদ্যাভূষণের টিকি কাটন)

উড়ু। এই বেলা নর্দ্দমায় ফেলে আসিগে, এর পর আবার জেগে উঠ্‌বে।

গোরা। দাড়াও বাবা! আগে আমার নোট খানা কোঁচার কাপড় থেকে খুলে নি। (নোট লইয়া) গোরাচাঁদ শর্ম্মার টাকা হজম কোরবে? ধর ব্যাটার পা ধর, বড় মদের নিন্দে কর, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

[উভয়ে বিদ্যাভূষণকে লইয়া প্রস্থান।]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শিবপুর—সৌদামিনীর পুস্তকালয়।

পুস্তকহস্তে সৌদামিনী আসীনা।

সৌদামিনী। বিধির বিধানে আমি বিধবা—নবীন জীবনে বিধবা—পাপিনী—অভাগিনী। আমার আর এ পাপজীবন ধারণে কি প্রয়োজন? ধরাধামে আমার আর কি সুখ আছে?— আমি অনাথিনী—বঙ্গ রমণী—বঙ্গ রমণীর এক পতির চরণ কমলই সম্বল, পতিই সুখদাতা—পতিই গতি—পতিই সর্ব্বস্ব ধন। সেই হৃদয়-রাজ—জীবন-রাজ পতি বিহনে আমার আর জীবন ধারণে কি প্রয়োজন?—কি সুখ?—[দীর্ঘ নিশ্বাস] আমার কি দুরাদৃষ্ট! বিধির কি বিবেচনা!—পতির সঙ্গে বিমল প্রণয় কাননে প্রবেশ না কোর্ত্তে কোর্ত্তেই, বিধি হৃদয়ে বিশাল বজ্রবিপেক্ষ কোল্লে! করাল কাল, বিকট বদন ব্যাদান কোরে, মমতা বিহীন

হয়ে দুঃখিনীর হৃদয়ের ধনকে হরণ কোল্লে!—আমার মত পাপিনী বিশ্বসংসারে অতি বিরল। সকলেই বলে যে, রমণীর হৃদয়—মন—দেহ—সকলি কোমল। কিন্তু সে সকলি মিথ্যা। সামান্য বজ্রে পাষাণ বিদীর্ণ হয়; সে সামান্য বজ্রাপেক্ষা বিশাল বজ্রে যখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হল না—প্রাণ অন্ত হল না, তখন কোমল বলি কি কোরে? জগদীশ্বরের লীলা বোঝা-ভার। তিনি আমাকে রূপলাবণ্যের সহিত উচ্চ বংশে জন্ম দান কোরে—বাল্য জীবনে অপার সুখ দান কোরে—বঙ্গ রমণী-গণ—দুর্লভ বিদ্যারত্ন দান কোরে—সর্ব্বগুণান্বিত পতিরত্ন প্রদান কোরেও আবার, সেই হৃদয়রত্ন—জীবনরত্নকে হরণ কোরে, চিরদুঃখিনী কোল্লেন কেন?—অবশ্যই আমি পূর্ব্ব জন্মে মহাপাপিনী ছিলেম, এজন্মে, সেই পাপের ফল ভোগ কচ্চি। জগদীশ্বর! দয়াময়! দয়াকর—আর যাতনা সহ্য হয় না—শ্রীচরণে স্থান দাও। করাল কাল! তুই যে বিকট বদনে পাপিনীর প্রাণ কান্তকে চর্ব্বন কোরেছিস, তোর চরণে সবি-নয়ে প্রার্থনা কোচ্চি, তুই সেই বদনে এ হতভাগিনী—মহাপা-পিনীকে চর্ব্বন কর, সকল যাতনা হতে পার হই। [দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ] শারদাকান্ত! তুমি এখন কোথায়? একবার এসে দেখে যাও—দুঃখিনীর হৃদয়ে কি অনল জ্বলচে, একবার দেখে যাও। [রোদন] তুমি যে দিন অবধি দুঃখিনীকে অনাথিনী কোরে গেছ, সেই দিন অবধি—সেই ভয়ঙ্কর দিন অবধি দুঃখিনী আঁখিনীর আহার কোরেই জীবন ধারণ কোরে আছে। আজ ছয় বৎসর তোমার চরণ কমল সেবা কোর্ত্তে পাই নাই। আজ ছয় বৎসর এ গৃহ অন্ধকার—হৃদয় অন্ধকার—জগত অন্ধ-কার। নাথ! যখন তোমার সেই প্রেমপূরিত সরল আচরণ—অমল বদন কমল—ললীত হাস্য—মধুর প্রকৃতি—সুধাসিক্ত বচন—

হৃদয়ে উদয় হয়, তখনি ধরণীর প্রত্যেক সুখকর দ্রব্যই বিষা-কর বোধ হয়—জীবন দুঃখাকর বোধ হয়—দয়াময় জগদীশ্বরকে নিদয় বোধ হয়; জীবনকে জীবনে দিতে, বা অনলে অর্পণ কোর্ত্তে অভিলাষ হয়। কেবল তোমার নিকট পাঠাভ্যাস কালে শিক্ষালাভ কোরেছি, মনেও জানেছি যে, আত্মহত্যা মহাপাপ, সেই কারণেই এই শোক দুঃখভরা ধরাকে পরিহার করি নাই। যেদিন পাপিনীর পাপের ফলভোগ শেষ হবে, করুণাময় সেই দিন জীবন দীপ নির্ব্বাণ কোরবেন—সেই দিন বৈধব্য সাগর হতে পার হব। নাথ! এখন সকল শোকাপেক্ষা এই শোকই প্রবল হচ্চে যে, তুমি আমাকে এত কোরে বিদ্যাশিক্ষা দিলে—মনের অন্ধকার দূর করালে—চিরকুসংস্কার হরণ কোরলে—করুণাময়, পরম পিতার অনন্ত মহিমা জ্ঞাত করালে—দীনবন্ধু, অধম তারণের চরণ সদনে উপনীত করালে—কিন্তু, তুমি তার সুখময় ফলভাগী হতে পেলে না। না জানি কি কারণে ভবন পরিত্যাগ কোরে, বিদেশে, বিজনে জীবনে হত হলে! দুঃখিনীর হৃদয়ে বিশাল শুল বিদ্ধ হল! দুরন্ত দুঃখরাহু পাপিনীর সুখ শশী গ্রাস কোল্লে।—হায়—হায়।

বিরাজমোহিনীর প্রবেশ।

বিরাজ। বড় বৌ ঠাকরুণ! যদি—ই—

সৌদা। কি বিরাজ! অমন কোচ্চ কেন? কি বোলবে বল?

বিরা। না—বলি—ই।

সৌদা। গেঁই গুঁই কোচ্চ কেন?—খুলে বল না?

বিরা। না—বলি— আপনি এত কাঁদচেন কেন?

সৌদা। আমি পৃথিবীতে কাঁদতে এসেছি, সেই জন্যেই কাঁদছি। তুমি আমায় কি বলতে এসেছ বল।

বিরা। এই জামাই বাবু—

সৌদা। তারপর ?

বিরা। তিনি আপনাকে কি এক খানা খারাপ চিঠি লিখি-লিখেছিলেন, দিদি ঠাকরুণ সেই খানী পেয়ে কত কাঁদচেন।

সৌদা। সেকি—খারাপ চিঠি কিবল ?

বিরা। (স্বগত) ন্যাকা আরকি—কিছু জানেন না।

সৌদা। বিরাজ! খারাপ চিঠি কিবল ?

বিরা। আমরা কি আপনাদের মত পড়তে জানি, যে কি চিঠি বলে দেব।

সৌদা। (স্বগত) গোরাচাঁদ আমার মাথা খেয়েছে। কমাস ধরে, সে আমার সর্ব্বনাশ করবার চেষ্টায় ফিরছে। না জানি সে আবার কি পত্র লিখেছে, যামিনীর হাতে পড়েছে, ক্রোধে, দুঃখে, তার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্চে। আমরাও সর্ব্বনাশ কোরেছে।

বিরা। ছোট বৌ ঠাকরুণ বোল্লেন, কি পিরিতের চিঠি।

(প্রস্থান।)

সৌদা। হা জগদীশ্বর! একি ?—দুঃখিনীর কপালে এ আবার কি লিখেছ ? নাথ! তুমি নিশ্চয়ই পক্ষপাতী। তোমার বিশ্বরাজ্য বিচার বিহীন। তুমি আমার নির্ম্মল চরিত্রে কেমন কোরে কলঙ্ক অর্পণ করালে ? (রোদন) না, আর এখানে থাকা হলনা—হবেনা। আজই আমি এখান থেকে যাব। কলঙ্কের ডালি মাথায় কোরে কারেও মুখ দেখাতে পারবো না। কোথায় যাই ?—বাপের বাড়ী—না—সেখানেও না, সেখানে গেলে, সকলে ঘৃণা কোরবে। একমাত্র করুণাময় জগদীশ্বরের চরণ চিন্তা করি বোলে, তারা আমার প্রতি বড় বিরক্ত। কাশী যাই—মামার কাছে থাকবো। মামী আমার বাল্য সহচরী, ঈশ্বরের কিঙ্করী, সেই খানে থাকবো, আর দয়াময় জগদীশ্বরের ও

জীবনকান্তের চরণ ধ্যান কোরবো, এখানে থাক্‌লে বৃথা কলঙ্কিনী হতে হবে। যাই কি কোরে?—একাকিনী যাব?—ভয় হয়, না—কারেও সঙ্গে নেবনা—একাকিনী যাব। এ বেশে যাবনা—দাসী বেশে—দুঃখিনী—অনাথিনী—দাসী বেশেই যাব। কেউ চিন্তে পারবে না, তাই ভাল, আজিই যাব। এখানে আর এক-দণ্ডও থাক্‌বোনা, যে দুর্নাম—এ দুর্নামে প্রাণ দণ্ড দেওয়াই উচিত। কিন্তু এ অপকলঙ্ক যখন সর্ব্বৈব মিথ্যা, তখন আমার জীবন দণ্ড দেবার কোন প্রয়োজন নাই, যদি পরমেশ্বরের চরণে এ দাসীর রতি, মতি থাকে, তিনি যদি ন্যায়বিচারক হন, তাহলে কোন না কোন সময়ে অবশ্যই আমারে এ অপকলঙ্ক-সাগর হতে উদ্ধার কোরবেন। গোরাচাঁদ যেমন সতীর সতীত্বের প্রতি আঘাত কোর্ত্তে উদ্যত হয়েছে, জগদীশ্বর তার প্রতিফল অবশ্যই দেবেন।

(প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।—শিবপুর—যামিনীর শয়নগৃহ।

যামিনী নিদ্রিতা, বিরাজমোহিনীর প্রবেশ।

বিরাজমোহিনী। (স্বগত) আহা! নাইলেন না—খেলেন না—সারাদিনটে কেবল চক্ষের জলে মাটী ভিজুলেন, এখন অকাতরে ঘুমুচ্চেন। আমাদের স্বোয়ামী অমন হলে, তার মুখও দেখতেম না। বাবুদের বাড়ির কাণ্ডই এক আলাদা।

কারো বলবারও যো নেই, বল্লেই মাথা কাটা যায়। আর আমরা যদি দরোয়ান কি চাকরদের সঙ্গে একটা হেসে কথা কই, তাহলেই সর্ব্বনাশ। উঠ্‌তে বস্‌তে নারকেল মুড়ী খাওয়ান। এই বড়বৌ ঠাকরুণ—যে অবধি স্বোয়ামী মরেছে, সে অবধি কারও সঙ্গে হেসে কথা কন না, দিনরাত্তির ঘরে বসে আছেন, বই পড়্‌ছেন, লিখ্‌ছেন আর কাঁদছেন। সকলেই মনে করে ইনি স্বোয়ামির জন্যে কেঁদে কেঁদে, ভেবে ভেবে পাগল হয়েছেন। এঁর পেটে এত বিদ্যে! লেখাপড়া শিখে এই বিদ্যে! বিবিতে দুবেলা পড়িয়ে যেতো, আবার রাত্তিরে স্বোয়ামির কাছে পড়তেন, তার ফল হল এই! যেখানে কায কোর্ত্তে যাই, সেই খানেই এই কাণ্ড। আর ওসব কথায় কায নেই, ছোট বৌঠাকরুণ বল্লেন যে, যদি দিদি ঠাকরুণ জেগে থাকেন তাহলে ডেকে নিয়ে আয়, তা ইনিত দেখছি দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্চেন। ডাকা হবেনা, তাহলেই আবার মড়াকান্না কাঁদতে বসবেন। কে আসচে না?—(নেপথ্যে দৃষ্টি) তাইত, ঐ যে কে টলতে টলতে আশ্চে। জামাই বাবু না?—হাঁ, জামাই বাবুইত বটে। হাতে কাল রকম ওটা কি?—মদের বোতল বুঝি?—হাঁ—ওঃ—ঐ যাঃ—পেচ্ছাপ করবার নর্দ্দামায় জামাই বাবু পড়ে গেল!—এখনও উঠলোনা যে?—ঐ উঠেচে, পালাই, আবার কি কোর্ত্তে কি কোরবে। বাবুরা মদখেয়ে বোনকে মাগ বলে ধরতে যান! মদ খাওয়ার এও একটি গুণ—পালাই।

(বিরাজমোহিনীর প্রস্থান ও গোরাচাঁদের প্রবেশ।)

গোরা। হুঁঃ ঘুমুচ্চেন। রাক্ষুসী—হতভাগী—আমার বুকোন পিরিতের চিঠীপড়ে মান হয়েছে, মান ভাঙচি দাঁড়াও। [প্রকাশ্যে] ওরে, ও—আমর—উত্তরই নেই—ও হতভাগী ওঠ না।

হারামজাদী [চপেটাঘাত।] ওঠ—এত ডাকচি উত্তুরও নেই। [পুনঃ চপেটাঘাত।]

যামিনী। (রোদন)

গোরা। (স্বগত) তলোয়ার খানা গেল কোথায়?—ঐ যে ঝুলছে। [তলোয়ার লইয়া] মরচে পড়ে গেছে। খুঁচিয়ে মারবো—হতভাগী, কাঁদ, [গলাটিপিয়া খোঁচা মারণ।]

যামি। ও—ও—মা।

গোরা। [খোঁচা মারিয়া] ঘুমোও [খোঁচা মারণ] হতভাগী।

যামি। মা—মা—মা।

গোরা। মরেছ, বেশ হয়েছে।

(গোরাচাঁদের প্রস্থান এবং কিঞ্চিৎ পরে বিরাজ মোহিনীর প্রবেশ।)

বিরা। ওমা!—একি!—রক্ত যে! খুন করেছে নাকি?—তাইত—ও ছোট বৌঠাকরুণ গো, তোমরা শিগ্‌গির এস গো, ওগো দিদি ঠাকুরুণকে কেটে ফেলেছে গো। ওগো তোমরা কে আছ এস গো।

হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ।

হেমা। কিরে, কি হয়েছে?

বিরা। দিদিঠাকরুণকে কে খুন কোরেছে; ঐ দ্যাখ।

হেমা। অ্যাঁ—[মূর্চ্ছা]

বিরা। সর্ব্বনাশ কোল্লে! ইনি আবার মুর্চ্ছা গেলেন যে! করি কি!

বিশুর প্রবেশ।

বিশু। বিরাজ! হয়েছে কি?

বিরা। দিদি ঠাকরুণ মরে গেছে, ইনিও আবার মুর্চ্ছা গেছেন, তুই এক ঘটী জল নে আয়।

বিশুর প্রস্থান।

বিরা। ওমা, ইনি যে একেবারে মড়ার মত হয়ে গেলেন, নিশ্বেস পড়চে কি, দেখি। এই যে পড়ছে, ওবিশে—বিশেরে শিগ্‌গির আয়।

(জলের ঘটী লইয়া বিশুর প্রবেশ।)

বিশু। আমি বাবুকে খবর দিই গে।

(প্রস্থান।)

বিরা। (হেমাঙ্গিনীর মুখে জলদান) বৌ ঠাকরুণ ! উঠুন।

হেমা। আঁ্যা— [রোদন] আমার যামিনী কোথা গেল ?—ও যামিনী ! তুই কোথা গেলি লো ! [পুনঃ পতন] কে আমার সর্ব্বনাশ কোল্লেরে !— কে আমার প্রাণের যামিনীকে খুন কোল্লেরে !—ও যামিনী—তোমার কপালেও এই ছিল !—ও সই !—আমি আর কাকে সই বোলে ডাকবো ? কে আমার তাপিত প্রাণ শীতল কোর্ব্বেরে ?— সই রে !—আমার প্রাণ যায়রে !—ওরে তুই কোথা গেলিরে !— কে আমার সুখের দুঃখের কথা শুননেরে ! সই রে ! তুই কোথা গেলিরে ! তুই যে আমার একদণ্ড ও ছেড়ে থাক্‌তিসনেরে ! এখন তুই কেমন কোরে, আমায় একেবারে ছেড়ে গেলিরে ! সই রে ! (রোদন)

(বিশুর প্রবেশ।)

বিশু। বিরাজ ! তুই বৌ ঠাকুরুণ কে ও ঘরে নে যা, দেওয়ানজী মশায় আসচেন।

হেমা। যামিনীরে—তুই কোথা গেলিরে।

(বিরাজমোহিনী, হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান ও ভৈরব চন্দ্র এবং হেমচন্দ্রের প্রবেশ।)

ভৈরব। ইস! রক্তের ছড়াছড়ী যে! আহাহা! হঁ্যারে বিশে! সত্যইকি জামাই বাবু খুন কোরেছে?

বিশু। আজ্ঞা হঁ্যা, বিরাজী যখন চেঁচিয়ে উঠ্‌লো, তখন আমি দৌড়ে আসছিলেম, জামাই বাবু আমার সুমুখ দিয়ে টলতে টলতে গেলেন।

হেম। খুন কল্লেন কেন? কারণ কি? ঝকড়া হয়েছিল কি?

ভৈরব। মাতাল মানুষ, নেশার ঝোঁকে খুন কোরেছে। আহাহা! এমন সোনার পুত্তলীকাকে খুন কোল্লে কেমন কোরে? জামাই বাবুর হৃদয় কি লোহা দিয়ে গড়ান ছিল! আহা! মা আমায় কত ভাল বাসতেন! মাগো! তুমি এমন মাতাল স্বামির হাতে ও পড়েছিলে। হায় হায় হায়! বিশে! বাবু কি বোল্লেন?

বিশু। তিনি বুকের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ কোচ্চেন, ওঠবার শক্তি নেই, তিনি বল্লেন দেওয়ানজীকে বল যা ভাল হয় কোর-বেন।

(বিরাজমোহিনীর প্রবেশ।)

বিরা। ওগো! আমাদের বড় বৌঠাকরুণকে যে দেখ্‌তে পাচ্চিনে, তিনি আবার এ সময়ে কোথা গেলেন? বাড়ীর চার দিক খুঁজে এলেম কোথাও দেখা পেলেম না।

ভৈরব। সে আবার কি? হেমচন্দ্র! তুমি যাও তাঁর তল্লাশ করগে।

(হেমচন্দ্রের প্রস্থান।)

ভৈরব। বিরাজি! জামাই বাবু এঁকে খুন কোল্লেন কেন, বলতে পারিস?

বিরা। তা আমি জানি না, তবে আজ সকালে জামাই বাবু কি একখানা চিঠি লিখেছিলেন!

ভৈরব। কাকে?

বিরা। বড় বৌ ঠাকরুণকে।

ভৈরব। কি চিঠি?

বিরা। যম জানে।

ভৈরব। তার পর?

বিরা। সেই চিঠি পেয়ে দিদি ঠাকরুণ—

ভৈরব। দিদি ঠাকরুণ সে চিঠি পেলেন কোথ্থেকে?

বিরা। আমি বড় বৌ ঠাকরুণের ঘর ঝাঁট দিতে দিতে কুড়িয়ে পাই, তাই আমি এনে দিদি ঠাকরুণকে দি।

ভৈরব। আচ্ছা তার পর?

বিরা। উনি সেই চিঠি পোড়ে, সমস্ত দিন কাঁদলেন, নাইলেন না, খেলেন না, এই খানে পড়ে ঘুমুতে লাগলেন, এই মাত্র আমি এঁকে ডাকতে এসে দেখি যে, জামাই বাবু আসচেন, তা আমি এখান থেকে চলে গেলেম, খানিকটে পরে গাঙরানির শব্দ পেয়ে, এসে দেখি যে এই কাণ্ড!

ভৈরব। আচ্ছা বিশে! তুই জানিস জামাই বাবু কি চিঠি লিখেছিল?

বিশু। কি খারাপ চিঠি।

ভৈরব। [স্বগত] হুঁ:—দুজনে সড় কোরে খুন কোরে পালিয়েছে। (প্রকাশ্যে) তোরা এখন এক কর্ম্ম কর, দুজনে ধরে একে ঘরে থেকে বের কোরে নেচল।

বিশু। আমরা ছোঁব কেমন কোরে?

ভৈরব। এখুনী, একেকি রাস্তার লোক ডেকে বার কোর্ত্তে হবে নাকি? ধর, দুজনে ধর।

[ভৈরব, বিশু ও বিরাজ মোহিনী, যামিনীর মৃতদেহ লইয়া প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

হাবড়া রেলওয়ে ষ্টেশন সন্নিহিত রাজপথ।

সৌদামিনীর প্রবেশ।

সৌদামিনী। (স্বগত) এখনও রাত ঢের আছে। এখনও সুখ তারা উঠেনি। পথে একটীও লোক নাই। করি কি?—বাড়ী ফিরে যাব কি?—না—তা হবেনা। পথেতেই বা একাকিনী দাঁড়িয়ে থাকি কেমন কোরে? সাতটার সময় গাড়ী যাবে, এখনও ঢের বিলম্ব আছে। গঙ্গার ঘাটে গিয়ে না হয় বসে থাকিগে। আমি যে বেশে এসেছি, এতে কেউ মনে কোরবেনা যে, আমি ভদ্র ঘরের কুলবধূ। দাসীই মনে কোরবে। যখন বাড়ী থেকে বেরিয়েচি, তখন অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। করুণাময় অবশ্যই কৃপা নয়নে দেখবেন। কে একজন আসচে না? (নেপথ্যে দৃষ্টি) তাইত, ঐ যে পুরুষ মানুষ। ওমা! মাতাল নাকি?—টলতে টলতে আসচে যে—করি কি?—জগদীশ্বর! তোমার চরণ কমল সম্বল কোরেই বেরিয়েছি, তুমিই রক্ষা কর্ত্তা; দেখো নাথ! আর যেন দাসীর ভাগ্যে কোন নূতন বিপদ না ঘটে। পতিরত্নকে হরণ কোরেছ, তার উপরে অপকলঙ্কের ডালি মস্তকে ধরিয়েছ, এখন যেন আবার কোন যাতনা সহ্য কোর্ত্তে না হয়। তাহলে আর তোমায় দয়াময় বোলব না।

[গোরাচাঁদের প্রবেশ।]

গোরাচাঁদ। তুমি কে বাবা? পাহারাওলা! অমন কোরে পুতুলের মত দাঁড়িয়ে কেন বাবা?

সৌদা। [স্বগত] সর্ব্বনাশ! যার তরে দেশ ত্যাগী—এযে সেই কালসর্প—গোরাচাঁদ!—করি কি?—এখন চিন্তে পারে নাই, চলে গেলে বাঁচি।

গোরা। তোমার চূড়ো, ধড়া, বাঁশী কোথা বাবা? থান ফাঁড়া ধুতী পোরে কুটনীর মত দাঁড়িয়ে কেন বাবা? ইনিস্পেক্টরের কূটনীগিরি কোচ্চ বাবা! কথা কওনা যে বাবা?

সৌদা। [স্বগত] যদি দৌড়ুই, তাহলেও পেছুনে পেছুনে দৌড়ুবে, শেষে গোলমাল হবে, দাঁড়িয়ে থাকৃতেও পারিনে। জগদীশ্বর! রক্ষাকর।

গোরা। (স্বগত) না—এ মেয়ে মানুষ—পাহারাওলা নয়। [প্রকাশ্যে] তুই কে? ঠিক কোরে বল্, নইলে এখনি কামড়াবো।

সৌদা। বাবা। আমি ঘোষেদের চাকরানী, গঙ্গায় নাইতে এসেছি বাবা।

গোরা। এত রাত্তিরে নাইতে এসেছিস? তোর নাম কি বল?

সৌদা। বাবা!

গোরা! দূর শালী! তোর বাবা আবার কে? নামকি বল?

সৌদা। আমার নাম মুক্ত।

গোরা। যা বেটী তোকে বিপদ থেকে মুক্ত কোল্লেম, অন্য হলে টের পেতিস।

প্রস্থান।

সৌদা। আঃ বাঁচলেম—আবার ফিরলো যে!

গোরা চাঁদের পুনঃ প্রবেশ।

গোরা। দেখি শালী! তোর মুখ খানা কেমন দেখি।

সৌদা। (স্বগত) সর্ব্বনাশ কোল্লে।

গোরা। (স্বগত) চেনা চেনা বোধ হচ্চে না?—ঠিক সৌদামিনীর মুখের মত আদল দেখ্ছি; কে এ?—আমার সদু কি?

না—তাহলে সে এমন চাকরানীর মত হবে কেন?—আর একবার জিজ্ঞাসা করি। [প্রকাশ্যে] ও মাগী! তুই কে? ঠিক কোরে বল।

সৌদা। আমি বল্লেম যে, আমি ঘোষেদের ঝি।

গোরা। ঘোষেদের ঝিত জানি, তুই কে তা বল? আমার সহু নস্ ত?

সৌদা। জগদীশ্বর! রক্ষাকর, জগদীশ্বর! রক্ষাকর।

গোরা। কে বল? নইলে কামড়ালেম বলে। (সৌদামিনীর প্রতি ধাবমান।)

সৌদা। বাবা! আমি ঠিক বলছি, আমি ঘোষেদের ঝি।

গোরা। ফের মিথ্যে কথা? সত্যি বল।

(রক্তাক্ত এবং কর্দ্দমলিপ্ত ও ছিন্নবেশে নীলকমলেরপ্রবেশ।)

নীলকমল। ও কে বাবা? ফুস্ ফ্স্ কোচ্চে কে বাবা?

গোরা। তোর বাবা।

নীল। মাইরি বাবা! ওটী কে বাবা? তুমিত আমার বাবা, উটী কি আমার মা?—বাঁবা!

গোরা। হাঁরে ব্যাটা হাঁ, চলে যা।

নীল। একবার মায়ের মাই খেয়ে যাব বাবা!

সৌদা। জগদীশ্বর! রক্ষাকর, জগদীশ্বর রক্ষাকর।

নীল। মা! তুমি কেমা? আমায় মাই দেমা! আমি তোর গোপাল এসেছি মা! মাই দে।

গোরা। যা বাটা যা।

নীল। ছি বাবা! রাগ কোল্লে বাবা! তবে তুমি কিসের বাবা?

গোরা। চোপরাও শালা।

সৌদা। পরমেশ্বর! রক্ষাকর। বিপদ ভঞ্জন!

নীল। গাল দিচ্চ বাবা! তাতে ক্ষেতি নেই বাবা! কিন্তু

বাবা! যখন বের কোরেছ, তখন কোন্ একটা ভাল দেখে বের কোল্লে? পাইখানা থেকে পেত্নী ধরে আনলে কেন বাবা? ছি বাবা! তোমার বড় ছোট নজর বাবা!

গোরা। হারামজাদ কাঁহেকো (লাথি মারিয়া নীল কমলকে ভূমে ক্ষেপণ ও চার মুষ্ট্যাঘাত।)

সোদা। এই বেলা পালাই।

[প্রস্থান]

গোরা। আমি কে জাননা? (পুনর্মুষ্ট্যাঘাত)

নীল। জানি বাবা! তুমি আমার বাবা বাবা!

গোরা। [পদাঘাত] Hold your tongue।

নীল। (জিহ্বা ধারণ) জিব ধরেছি বাবা! আর কি কোর্ব্ব?

গোরা। ফের কথা কচ্চিস? শালা। [পদাঘাত]

নীল। আমি মলেম বাবা! [বমি] আর মেরনা বাবা! কিচক বধ কোরনা বাবা! দোহাই বাবা!

গোরা। [স্বগত] মাগীটে গেল কোথা? পালাল নাকি? কোন দিকে গেল? এই দিকে বুঝি?

(গোরাচাঁদের প্রস্থান ও রামপ্রসন্নের প্রবেশ।)

রামপ্রসন্ন। (স্বগত) শালী বড় বেইমান। গায়ের চাদর, জামা, জুতো পর্য্যন্ত বাঁধা দিয়ে মদ খাওয়ালেম, তবু শালী বের কোরে দিয়ে আর এক জনকে ঘরে রাখলে। কাল দেখব বাবা—কাল মাথা ভাঙ্গবো। শালী, বড় মেরেছে, উহুঃ হুঃ, পিট্‌টে বড় জ্বলছে, খ্যাংরার কাটীগুলো ফুটে গেছে, রক্ত পড়ছে ও বাবা—কোমরটা বড় কন্ কন্ কোচ্চে—ওমা—বাপরে—মার, শালী মার, কাল টের পাবি। এ কে শুয়ে? মাতাল—পেচি মাতাল—তা নইলে কুঁপোকাৎ হবে কেন? বড় মজা

হয়েছে, এক ছুটে বাড়ী যেতে হবে না, ব্যাটার চাদর টাদর কেড়ে নিয়ে গায়ে দিয়ে যাই। না বাবা! পালাই। সম্বন্ধী মশায় আসচেন, আবার শ্বশুর বাড়ী নেযাবে।

[রামপ্রসন্নের প্রস্থান ও এক জন কনষ্টেবলের প্রবেশ।]

কনষ্টেবল। (নীল কমলের মুখের দিকে লণ্ঠন ধরিয়া স্বগত) ইএ কোন্ হ্যায়? মাতোয়ালা—বাবু—হুঁঃ ঘরমে পচাচিংড়ী খাতা, আউর রেণ্ডী বাড়ীমে বিরাণী খাতা, শালা বড় নিদ যাতা। চেহারামে বড়া আদমিকা লেড়কা মালুম হোতা। আবিত হিঁয়া কোই নেহি। [চারিদিক চাহিয়া] শালাকা বগলীমে যো কুছ রূপেয়া হ্যায় ছিন্ লেই। [বগলীতে হস্ত প্রদান]

[এক জন জমাদার এবং অপর এক জন কনষ্টেবলের প্রবেশ।]

জমাদার। (হস্তস্থিত দণ্ড দ্বারা প্রথম কনষ্টেবলকে ভূমে ফেলিয়া) শালা! ক্যা করতা হ্যায়? চোট্টা, বদমাস কাঁহেকো। উঠো।

প্রথম কনেষ্টবল। খোদাবন্দ! উও মাতোয়ালা হ্যায়, ওনকো থানেমে নে যানে কো সুরু করতা থা।

জমা। চোপরাও বাঞ্চৎ, ঝুট মুট কাহে বোলতা? (প্রহার)

প্র-ক। নেই খোদাবন্দ! সাচ বোলতা।

জমা। ফের শালা! হাম আবি সাব কো রিপোর্ট করেঙ্গে, জুয়াচোর কাঁহে কা, বগলীমে কাহে হাত দেতা থা?

প্র-ক। খোদাবন্দ! কুছ চোরি নেই কিয়া।

দ্বিতীয় কনষ্টেবল। হুজুর! ও চোরি করনেকা আদমি নেই।

জমা। চোপরাও, তোম শালা বি চোট্টা হ্যায়।

প্র-ক। খোদাবন্দ! মাফ কিজে, ইসিমাফিক কাম আউর নেহি করেঙ্গে।

জমা। ও নেই হোগা, তোম বড়া বদমাস।

প্র-ক। মাফ কিজে খোদাবন্দ! গরিব আদমি মারা যাগা। [পদ ধারণ]

জমা। আচ্ছা তোমারা হাত মে ক্যা হ্যায়, দেখলাও।

প্র-ক। দশ রূপেয়া কা নোট, আউর নগদ আড়াই রূপেয়া হ্যায়।

জমা। নোট ঠো হামকো দেও (নোট গ্রহণ) তোম ডেড় রূপেয়া লেও: ওনকো এক রূপেয়া দেও। ইএ বাৎ কৈ কো মৎ বোলো।

প্র-ক। [দ্বিতীয় কনষ্টেবলকে এক টাকা দান] নেহি হুজুর! নেহি বোলেগা।

জমা। পাকড়ো শালাকো, থানেমে নেচল।

দ্বি-ক। উঠবে শালা উঠ।

[প্রথম কনেষ্টবল কর্ত্তৃক নীলকমলকে উত্তোলন।]

নীল। ছি বাবা! তোমরা বড় বদরসিক বাবা! আমি স্বর্গে ইন্দ্রের সঙ্গে সুধাপান কোচ্ছিলেম বাবা! তোমরা কেন ওঠালে বাবা? আমায় কোথায় নেযাবে বাবা?

জমা। স্বশুর বাড়ী চল, স্বশুর বাড়ী।

নীল। তুমি কে বাবা? বড় সম্বন্ধী বাবা?

জমা। [রূলের গুঁতা মারিয়া] শালা কাঁহেকা।

নীল। সম্বন্ধী বাবা! তামাসা কোর্ব্বে বাবা! কান মল বাবা! গুঁতো মেরো না বাবা। তাহলে মরে যাব, তোমার বন রাঁড় হবে। (জমাদারকে জড়াইয়া নাক কামড়াইয়া ধরন)

জমা। ছোঁড় ছোঁড়, বড়া লাগঁতা, ছোঁড়।

দ্বি-ক। (গুঁতা মারিয়া) ছোড় শালা।

নীল। ছি বাবা! তুমি বড় বদরসিক।

জমা। শালা, নাক ছিন লিয়া। (গুঁতা মারিয়া) চল শালা চল।

নীল। আমি শ্বশুর বাড়ী যাবনা বাবা।

জমা। (গুঁতা মারন)।

নীল। ও—বা—বা।

[সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শিবপুর—বরদাকান্তের দেওয়ান খানা।

ভৈরবচন্দ্রের প্রবেশ।

ভৈরব। [স্বগত] গতিক বড় ভালনয়। ডাক্তার সাহেব যে রকম বলে গেলেন, তাতে বরদাবাবু যে, এ যাত্রা পার পান এমন বোধহয় না। বরদাবাবু গেলে, সংসারটা একেবারে ছার খার হবে। উঃ!—মদ কি ভয়ঙ্কর দ্রব্য!—মাতাল মানুষের অসাধ্য কাযই নেই! গোরাচাঁদ কি কাযই না কোল্লে!—উঃ! গোরাচাঁদের—পাষণ্ড গোরাচাঁদের আচরণ গুলি স্মরণ কোল্লে, পাষাণও বিদীর্ণ হয়। বরদাবাবুকে মদ খাওয়াতে শিখিয়ে চিররোগী কোল্লে, এখন যে প্রাণ যায়—সেও ধরে কে? তখন কত বলে ছিলেম যে, ডাক্তার দেখাও, সেকথা গ্রাহ্যই হল না।

[বিরাজমোহিনীর প্রবেশ।)

বিরা। দেয়ানজী মশায়! এই একখানা চিঠি আবার ছোট বৌ ঠাকরুণের ঘরে পেলেম। [পত্রদান।]

ভৈরব। দেখি—[পত্রপাঠ] "ওঁ তৎসৎ। পরমকল্যানীয় শ্রীমান বরদাকান্ত রায় কল্যাবরেষু। আমি গুপ্তভাবে বাটী পরিত্যাগ করায় আপনারা এমত বিবেচনা করিবেন না যে, আমি কুপথে পদার্পণ করিয়াছি। আমি নিজ মনোবেদনাতেই বাটী পরিত্যাগ করিয়াছি। এক্ষণে আপনার জ্ঞাত কারণ লিখিতেছি যে, আমার মৃত স্বামী শারদাকান্ত রায় মহাশয়ের স্থাবর, অস্থাবর প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় বিভবের আমিই এক্ষণে একমাত্র অধিকারিণী। অতএব আমার পরলোকগত স্বামির সমুদয় জমিদারী, বাগান, বাটী, এবং তাবৎ অস্থাবর দ্রব্য আমি আপনার স্ত্রী শ্রীমতী হেমাঙ্গিনীকে ও আপনার ভগিনী শ্রীমতী যামিনী সুন্দরীকে দান করিলাম, তাঁহারা পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ করিতে থাকুন। কিন্তু আমার স্বামির যে ২৫ পঁচিশ লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ আছে, কেবল তাহাই আপনি সপ্তাহের মধ্যে ২২ বাইস লক্ষ টাকা গবর্ণমেন্টের নিকট জমা দিয়া লিখিবেন যে, গবর্ণমেণ্ট যেন উক্ত ২২ বাইস লক্ষ টাকার মধ্যে, ১৫ পোনের লক্ষ টাকার সুদে কলিকাতায় একটী অতিথীশালা ও ৬ ছয় লক্ষ টাকার সুদে কলিকাতায় একটী Boarding School [যাহাতে বিদেশীয় এবং কলিকাতাস্থ দরিদ্র, সচ্চরিত্র পাঠার্থী বালকবৃন্দ অবস্থান, আহার এবং বিদ্যাশিক্ষা পায়] সংস্থাপন ও Bethune female Normal স্কুলের উন্নতির জন্য এক লক্ষ টাকা দান করেন। বাকি তিন লক্ষ টাকার মধ্যে, ১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কলিকাতা আহিরীটোলার নিকটস্থ গঙ্গাতীরে কেবল মাত্র স্ত্রী লোক দিগের স্নান করিবার নিমিত্ত একটী ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন, ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের প্রচার বিভাগের উন্নতির জন্য এক লক্ষ টাকা এবং ভারতসংস্কার সভার সুরাপান নিবারণ বিভাগের উন্নতির জন্য এক লক্ষ টাকা দিবেন। আর আন্দাজ ৬০।৭০ হাজার

টাকার মূল্যের আমার যে হীরকের গহনা আছে, তাহা বিক্রয় করিয়া, হিন্দুমেলার জন্য একটী উদ্যান ক্রয়ার্থ, উক্ত মেলার সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়াদিবেন।

অতিথীশালা এবং Boarding Schoolটী যেন আমার মৃত স্বামির নামে সংস্থাপিত হয়।

আপনি যদ্যপি স্বয়ং উক্ত কার্য্য গুলি করিতে অসম্মত হন, তাহা হইলে, আমি এক মাস পরে উকিল নিযুক্ত করিয়া কার্য্য সমাপ্ত করিব ইতি।

শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী।"

(বিশুর প্রবেশ।)

বিশু। মশায় শিগ্‌গির আসুন, সর্ব্বনাশ হয়েছে।

ভৈরব। কি হয়েছে রে?

বিশু। বরদাবাবু যায় যায় হয়েছেন, কথাবন্দ।

ভৈরব। অ্যাঁ—সে কি?—

[সকলের প্রস্থান।]

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক—শিবপুর—বরদাকান্তের শয়ন গৃহ।

বরদাকান্ত শয়িত, হেমাঙ্গিনী ব্যাজন কার্য্যে নিযুক্তা এবং বিরাজমোহিনী আসীনা।

হেমাঙ্গিনী। [স্বগত] বিধি বুঝি আর আমায় সধবা রাখলেন না। (রোদন।)

বিরা। বৌঠাকরুণ! কেঁদনা কেঁদনা, বাবু আরাম হবেন বৈকি, কেঁদনা। (স্বগত) আহা! সোয়ামী এমনি জিনিস

বটে। এই বাবু, এঁকে দুচক্ষের বিষ দেখতেন, একদিনের জন্যে এঁর সঙ্গে হেসে কথা কননি, কিন্তু ইনি তত দুঃখু কষ্ট পেয়ে ও ওঁর জন্যে কেঁদে মরতেন। যে অবধি বাবুর এই ব্যারাম হয়েছে, সেই অবধি খাওয়া নেই, পরানেই, নাওয়া নেই, ঘুম নেই দিন রাত্তির কেবল চখের জলে ভাসচেন, আর কিসে বাবু আরাম হবেন তাই ভেবে ভেবেই সারা হচ্চেন, স্বোয়ামী এমনি জিনিসই বটে। (প্রকাশ্যে) পাখা খানা আমায় দিন, আমি বাতাস করি।

হেমা। বিরাজি! আমার মত হতভাগিনী আর নেই, এক দিনের জন্যে ও আমি স্বামির পদ সেবা কোর্ত্তে পাইনি। বিধি আমাকে নিধি দিয়েও বঞ্চিতা কোরে রেখেছিলেন, এখন বোধ করি আবার [রোদন] সেই নিধি কে জন্মের জন্যে হরণ কোরে— এ পাপিনীর দুঃখিত হৃদয়ে বৈধব্যানল প্রজ্বলিত কোর্ব্বেন, হায়! বাবুর যে রকম রোগ হয়েছে, তাতে কোন মতেই আর জীবনাশা দেখিনা, যতক্ষণ আছেন সেবা করেনি। [রোদন]

বিরা। সেকি বৌঠাকরুন! বাবু আরাম হবেন বৈকি। ডাক্তার সাহেবত বলে গেলেন যে, কোন ভয় নাই।

বরদা। ও—মা—জ—জ—জ—

হেমা। জলদেব? জলদেব? জলখাবে? অমন কোচ্চো কেন? ও বিরাজি! একি হল। [রোদন]

বিরা। ভয় কি?—জল দাওনা।

হেমা। জল খাও। [জলদান]।

বরদা। (বমি) ও—ও—ও—মা—ম—ম—লে—ম।

বিরা। মুখ মুছে জল দাও।

হেমা। [জলদান] ও বিরাজি! একি হল?—এমন হলেন কেন?—কি হবে? বিরাজ! [রোদন] আমার কি হবে? ডাক্তার এল কি না দেখে আয়, একি! একেবারে অজ্ঞান হলেন

যে ! মাথা নুইয়ে পড়লো যে ! আমার সর্ব্বনাশ হলো ! মাগো— বাবাগো—(ভূমে পতন) তোমরা কোথা গেলেগো—আমার সর্ব্বনাশ হলগো—তোরা কোথাগো—মাগো।

বিরা। বৌঠাকরুন ! ঐ ডাক্তার বাবু আসচেন, কেঁদোনা, ও ঘরে চল।

হেমা। মাগো—আমার কি হলো গো।

(হেমাঙ্গিনীকে লইয়া বিরাজমোহিনীর প্রস্থান ও ভৈরব-চন্দ্র, হেমচন্দ্র, বিশু এবং ডাক্তার বাবুর প্রবেশ।)

ডাক্তার। ওঁকে কাঁদতে বারণ কর, ভয় কি? আরাম হবেন বৈকি।

ভৈরব। বিরাজ ! ওঁকে চুপ কোর্ত্তে বল।

ডাক্তার। এরকম অবস্থা কতক্ষণ হয়েছে ?

ভৈরব। ঘণ্টা ডেড়েক হবে, কেমন ?

হেম। আজ্ঞা হাঁ।

ডাক্তার। [হাত দেখিতে দেখিতে] ডাক্তার সাহেব যে অষুধটা দে গেছেন সেটা কৈ ?

বিশু। এই। (ঔষধের শিশি প্রদান)

ডাক্তার। [শিশি দেখিয়া] কতক্ষণ অন্তরে খেতে বলে গেছেন ?

ভৈরব। আদ ঘণ্টা।

ডাক্তার। ডেড় ঘণ্টার মধ্যে রক্ত উঠেছে কবার ?

বিশু। আমিত তিনবার দেখে গেছি।

ডাক্তার। তার পর আর উঠেছে কি না ?

বিশু। বলতে পারি না।

হেম। জিজ্ঞাসা কোরে আয়।

(বিশুর প্রস্থান।)

ডাক্তার। [স্বগত] গতিক বড় ভাল নয়। এ অষুধটা পেটে থাক্‌লে, উপকার দেখতো, পলস্‌টাও ভাল রকম দেখছি না।

ভৈরব। মশায়! কি রকম দেখছেন?

ডাক্তার। আরাম হলে ও হতে পারেন, তবে কি জানেন, রোগের সূত্রপাৎ থেকেই চিকিৎসা কোল্লে, কোন ভয় থাকতোনা। আচ্ছা, ডাক্তার সাহেব কখন আসবেন বোলে গেছেন?

হেম। ঘণ্টা দুত্তিনের মধ্যে ফিরবেন বলে গেছেন;

[বিশুর প্রবেশ।]

বিশু। তার পর দু বার বমি কর্‌চ্ছিলেন।

ডাক্তার। বরদা বাবু! বরদা বাবু!

বরদা। অ্যাঁ—উঁ—উঁ।

ডাক্তার। কি বল্‌ছেন? জল খাবেন?

ভৈরব। কথা নেই যে, গতিকটা কি রকম?

ডাক্তার। বড় ভাল বোধ হচ্চে না।

বরদা। মা—অ্যাঁ—অ্যাঁ—উঁ—ম—ম—দ।

ডাক্তার। জল দাও।

বিশু। বাবু! বাবু! (জলদান) মুখদে জল গড়িয়ে পড়ছে যে?

ডাক্তার। [স্বগত] হয়ে এসেছে।

বরদা। ম— ম—ম—দ—ম—দ—মা—অ্যাঁ।

বিশু। [স্বগত] মদের মজা হচ্চে! যখন মদ খেতে শিখলেন, তখন কত মজা, কত আয়েষ, কত সুখ, কত হর্‌রা, এখন সেই মজার মজা পাচ্চেন! যে মদ তরল বোলে আদর কোরে খেতেন, সেই তরল মদ এখন গরল হয়ে কত মজা দেখাচ্চে। দুরাত্মা গোরাচাঁদ, উড়ুম্বর এখন কোথায়? প্রাণের ইয়ারের

মজা দেখে যাক। যাঁরা সুধা বোলে মদ খান, তাঁরাও একবার এসে, মদের মজার ছড়া ছড়ি দেখে যান।

হেম। এখন কি করা যায়? নতুন অষুধ দেবেন কি?

ডাক্তার। সাহেব যে অষুধ দে গেছেন, এরোগের ও শেষ অষুধ। আপনারা এক কর্ম্ম করুন, সাহেব যতক্ষণ না আসেন ততক্ষণ ঐটে ১৫ পোনেরো মিনিট অন্তরে খাওয়ান।

ভৈরব। সেই ভাল কথা।

ডাক্তার। (হাত দেখিয়া স্বগত) গতিক ভাল নয়, নাড়ী পাচ্চিনে। [প্রকাশ্যে] এক কর্ম্ম করুন, এঘরটায় বড় দুর্গন্ধ হয়েছে, এঁকে একটা ফাঁকা জায়গায় নে চলুন, যাতে গায়ে একটু হওয়া লাগে, এমন জায়গায় চলুন।

ভৈরব। ঐ সুমুখের হলটায় নে গেলে হয় না?

ডাক্তার। বেশত, তাই চলুন। কোন ভয় নেই, আরাম হবেন।

বিশু। [স্বগত] বুঝেছি, বাবু মদের সঙ্গে যে রকম প্রেম করেছেন, তাতে মদ আর দেখছি বাবুকে ছাড়লোনা, স্বর্গে নে চল্লো।

ভৈরব। হেমচন্দ্র! সকলে ধরি এস।

(ডাক্তার ব্যতীত সকলে উত্তোলনোদ্যত)

বিশু। মাতালরা একবার দেখে যা, মদ খাওয়ার কত মজা হচ্চে; দেখে শেখ।

হেম। ভাল কোরে ধর। [সকলে শয্যাসহ বরদাকে উত্তোলন, নেপথ্যে—মাগো—বাবাগো—আমার কি হলগো—মাগো—তোরা কোথাগো—সর্ব্বনাশ হলোগো—মাগো।]

বিশু। মদের মজা গড়ালো।

[বরদাকে লইয়া সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

শিবপুর—যামিনীর শয়ন গৃহ।

উন্মত্তা বেশে হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ।

হেমাঙ্গিনী। হা বিধি! প্রাণ যায়—আমার প্রাণনাথকে তুই কোথা নে গেলি? হা নাথ! [পতন] তুমি কোথায় গেলে? আমার হৃদয় অন্ধকার কোরে তুমি কোথায় গেলে? আমি আর কার মুখ দেখে এ প্রাণ রাখবো?—আমার আর কে আছে?—আর আমি এ প্রাণ রাখবোনা। সইলো—যামিনী—তুই এখন কোথা?—একবার দেখে যা, তোর প্রাণ সয়ের কি সর্ব্বনাশ হয়েছে একবার দেখে যা। যামিনী! তুই যে পথে গেছিস, আমিও সেই পথে যাব, আর এ প্রাণ রাখবোনা—মাগো—আমার কি হলগো—[উত্থান] জগদীশ্বর!— এই কি তোমার বিবেচনা হল? তুমি আমায় জন্ম দিয়ে জগতে কি কায করালে? একমুহূর্ত্তের জন্যে পতিসহবাসসুখ পেলেম না—এক মুহূর্ত্তের জন্যেও পতির চরণ সেবা কোর্ত্তে পেলেম না—তুমি আমায় জন্ম দিয়ে খালি কাঁদালে—তোমায় যে দয়াময় বলে, সে অতি মূর্খ, তোমার দেহে দয়া থাক্‌লে, তুমি কি আমায় এমন কোরে চখের জলে ভাসাতে?—তুমি কি আমার হৃদয়ের নিধিকে হরণ কোর্ত্তে? কখনই না। বাবু! তুমি দাঁড়াও, আমি তোমার সঙ্গে যাই। পৃথিবীতে আমি তোমার সেবা কোর্ত্তে পেলেম না, তুমি যেখানে গেছ, আমি সেইখানেই যাব। তুমি আমায় ত্যাগ কোর না। তুমি এক দিনের জন্যেও আমায় সুখী করনি বটে, তোমার জন্যে আমি অনেক কষ্ট পেয়েছি

বটে, কিন্তু এক নিমিসের জন্যেও তোমায় অভক্তি কর্ত্তেম না। তুমি দাঁড়াও, আমি তোমার সঙ্গে যাই। আমি এখনি তোমার সঙ্গে চিতার আগুণে এ পাপ দেহকে জ্বালিয়ে সকল জ্বালা থেকে পার পেতেম, কিন্তু রাজার আইনে আমার সে আশা সফল হতে দিলেনা! তাবলে আমি এপ্রাণ আর রাখবোনা, সতীর প্রাণ, পতির সঙ্গে যাবেই যাবে। (বুকের ভিতর হইতে তরবারি বাহির করিয়া) এই চল্লেম। জগদীশ্বর! তোমার চরণে এই পাপ প্রাণ বলি দিচ্চি, আমার সকল পাপ মার্জ্জনা কর, আর জন্মে যেন আমায় পতির বিষনয়নে পড়তে না হয়। এই তলোয়ারে যামিনীর প্রাণ গেছে, আমারো যাক। [আঘাত করিতে উদ্যত]

(বিরাজমোহিনীর প্রবেশ)

বিরা। (তরবারি ধরিতে উদ্যত) বৌঠাকরুন! করেন কি?

হেমা। [বিরাজমোহিনীকে কাটিতে উদ্যত] সরে যা— আমি প্রাণ বলি দিচ্চি, তুই সর, নইলে তোকেও খাব। আমি রাক্কুসী, স্বামীকে খেয়েছি, সইকে খেয়েছি, তোকে খাব।

[বিরাজমোহিনীর প্রস্থান]

হেমা। হতভাগী বাধা দিতে এসেছিল, তলোয়ার! তুমি এক কোপে আমার প্রাণ নাও। (গলদেশে তরবারির আঘাত) একি! তলোয়ার! আমার প্রাণ নিলেনা, তোমার গায়ে কি ধার নেই? আছে বৈকি, নইলে তুমি প্রাণসই যামিনীর প্রাণ কেমন কোরে নিয়েছিলে? ওঃ তার প্রাণ আমার চেয়েও কোমল ছিল। তবে আর এক বার কোপ মার, ওঃ—উল্টে ধরেছি বলে লাগচে না। [ফিরাইয়া আঘাত করিতে উদ্যত]

(বিশুর প্রবেশ।)

বিশু। (তরবারি ধরিতে উদ্যত) পাগল হয়েছেন নাকি?—করেন কি?

হেমা। তুই সরে যা,—আমার বাবুকে তুই কোথায় নে গেলি বল? আমার বাবুকে কে মেরে ফেল্লে? কেন মেরে ফেল্লে? তুই মেরে ফেলেচিস। তুই মদ ঢেলে ঢেলে খাইয়েচিস, তাতেই মরে গেছে, তোকে কাটবো। [বিশুকে কাটীতে উদ্যত]

বিশু। [তরবারি কাড়িয়া লইয়া] আপনি পাগল হয়েছেন?

হেমা। আমি পাগল?—তুই পাগল—দে আমার তলোয়ার দে, দিবিনে? তবে আমি ডুবে মরিগে।

[হেমাঙ্গিনীর বেগে প্রস্থান]

বিশু। কোথা যান? করেন কি?

[প্রস্থান।]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাশী—মণিকর্ণিকা ঘাট-সন্নিহিত শ্মশানৈক প্রদেশ।

চতুর্দ্দিকে স্তুপাকার হাঁড়ির মধ্যে জনৈক পাগল আসীন।

পাগল। আমিই পৃথিবীর রাজা, Emperor of the World। শ্রীকৃষ্ণ, বিলিতি কৃষ্ণ, মহম্মদ, মোজেস এরা আমার friend। আমার এই বাড়ী (হাঁড়ী গনিয়া) এক তোলা, দোতোলা, তিন তোলা, চার তোলা, পাঁচ তোলা এ আমার বাড়ী। এই ছেঁড়া কাঁথা, এ সাত রাজার ধন। (উপাসনার সুরে) হে দয়াময় জগদীশ্বর! তুমি আমাকে জগতের রাজা করিয়াছ,

তুমি আমাকেএই বাড়ী দিয়াছ, তুমি আমাকে ত্রাণ কর—তোমার চরণে প্রণিপাত করি। সীতার সঙ্গে ওথেলর সঙ্গে বিয়ে হয়। হ্যামলেট ঘটক হয়, সেকস্‌পিয়ার বরের পুরুত, বাল্মিকী কনের পুরুত, আমি বরের বাপ। ভারত বিনা গুণে মালা গেঁথে দেয়, সেই মালা বর কনে বদল করে। বৌভাতের সময় অর্জ্জুন নেমন্তন্ন খেতে এসে জুলিয়েটকে হরণ কোরে নে যায়, ম্যাকবেথ তার পেছনে পেছনে দৌড়য়, Makebeth ! Mackbeth ! bewere Mackbeth ! অর্জ্জুন জুলিয়েটকে হরণ করার দরুণ. সক্রেটীস ও নন্দকুমারের ফাঁসী হয়। আমার বড় ছেলের সঙ্গে ডেসডেমিনার সঙ্গে বিয়ে হয়। বড়ছেলের নাম কালীদাস, কবি কালীদাস, কবিস্যুঃ কালীদাস শ্রেষ্ঠঃ। কালীদাস বড় ফচকে ছিল, রসকে ছিল, অমন সুন্দর ডেসডেমিনাকে পেয়েও খুসি হল না, Duke of Wellington যেমন রাবনকে বধ কল্লেন, অমনি কালীদাস ঈশ্বরের হুকুমে বিধবা মন্দোদরীকে বিয়ে কল্লে। তাতেও খুসি হল না, শেষে কলারদাস বিদ্যেভুড় ভুড়ীকে ঘটক কোরে সকুন্তলাকে বিয়ে কোল্লে। ঈশ্বর তা শুনে রেগে উঠলেন, ঈশ্বরের হুকুম, এক বই দুই বিয়ে করবে না, সৃষ্টি যায় যায়, বিদ্যাভুড়ভুড়ী ভয়ে তিতুমীরের কেল্লায় আশ্রয় নিলেন। ঈশ্বর রেগে এডিসনকে Commander-in-Chief কোরে fort লুটতে পাঠিয়ে দিলেন, এডিসন, তিন বার কনসিভ হল, but produce nothing, সকলে হেসে গোল কোরে উঠলো, সেই গোলমালের মধ্যে ডেসডেমিনা গলায় দড়িদে মলো। Sir Walter Scot নূতন মন্ত্র পাঠ কোরে, তাকে নিমতলার ঘাটে গোর দিলেন, ধনুষ্টঙ্কার রোগে এদিক, ওদিক, সেদিক, তিন দিক বাঁকাবাবু, সেই নূতন মন্ত্রের নকল করতে লাগলেন। ডেসডেমিনার শোকে মেঘনাদ মরে গেল; সরমা কাঁদতে

লাগলো, তার চখের জলে সুয়েজ ক্যানালের জন্ম হল। সুরধুনী অমনি সুয়েজ থেকে হেলতে' দুলতে গোবরগঞ্জ পর্য্যন্ত হাজির হল। সাগর সুরধুনীকে দেখতে না পেয়ে রেগে খেপে উঠ্লো। নদী, পচাপুকুর, ডোবা প্রভৃতি অগম্য স্থানে সাগর গমন কোর্ত্তে লাগলো। পথে সেক্সপিয়ারের সঙ্গে দেখা—সাগর সেক্স-পিয়ারকে চিন্তে পারলে না। ভ্রান্তি জন্মে গেল, ভ্রান্তিকে নিয়ে বিলাস কোর্ত্তে কোর্ত্তে সাগর খেপে উঠ্লো, পুঙ্গির বাইরা পচা তেঁতুল প্যাক কোরে পাঠিয়ে দিলে, হালার বাই হালারা সেই যেও তেঁতুল সাগরে গুলতে লাগলো, সাগর ঠাণ্ডা হল। পারনেল, সেই অবকাসে কলকেতার অক্টারলোনী মনুমেন্টের উপর বাঁশী বাজাতে লাগলো। মিল্টন সেই বাঁশির স্বর শুনতে২ স্বর্গ থেকে চিপ কোরে পড়ে গেলেন, Spencer. Jhonson, Bacon, Byron, Pope, Homer, Vargil, Dyrdon, Churchill, Masengor. প্রভৃতিরে অমনি Clap দিয়ে উটলো, বাল্মকী, ভব-ভুতী শ্রীহর্ষ, মিহির, বররুচি, কৃত্তীবাস, কালীদাস, ভারত অমনি হাঁটুর কাপড় তুলে, কঞ্চির কলম ও তালা পাতা, ফেলে নাচতে নাচতে হাত তালী দে দুয়োদিতে লাগলো, তাই মনের দুঃখে Milton “ Paradise Lost ” লিখলেন, মিণ্টনের দেখা দেখি কেলুয়া ভুলুয়া ও কপি হয়ে, বড়গাছে বাসা করে কিচির মিচির কোর্ত্তে লাগলো, প্যাঁচা' রেগে ঠুকরে২ কেলুয়া ভুলুয়ার দফা রফা কল্লে, শেষে কেলুয়া ভুলুয়া ভয়ে গয়লাদের গোল ঘরে লুকিয়ে, কেবল আপনার মুখ আপনি দেখতে লাগলো, প্যাঁচাকে সুঁড়ির কুকুরে কামড়ালে, পঁ্যাচা মরে ডেপুটি বাবু হল। কেলুয়া ভুলুয়াও আবার গোল ঘর থেকে বেরিয়ে যাত্রার দল বসিয়ে দিলে। রাম কে অ্যাণ্ডামান দ্বীপে পাটিয়ে দিলে, সীতাকে সুন্দরবনে পাইয়ে দিলে। রাম

আণ্ডামানে গিয়েও ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্তর জমী কের হরণ কোত্তে লাগলো। নল, নীল, গয়, গবাক্ষ, দরজা, কুলুঙ্গী, প্রভৃতিরে রামের হুকুম পেয়ে প্রজাদের সর্ব্বনাশ কোর্ত্তে লাগলো। প্রজারা রাজার রাজার কাছে দরখাস্ত কোল্লে, রাজার রাজা রামের চোক অন্ধ কোরে দিলেন, এখনও অন্ধ বেঁচে আছে, কিন্তু অন্ধ বোলে ডাকলেই ফোঁস কোরে উঠে। ভরত অমরাবতীর রাজা হল। গর্ব্ববতী সীতা কুকের আড়গোড়ায় দুটো বেটো ঘোড়া প্রসব কোল্লে। ঘোড়া দুটো ডেঙ্গুজ্বরে মরে গিয়ে কেরাণী ও স্কুল পণ্ডিত হয়ে জন্মাল। মৈথিলীকে ঘরে ফিরিয়ে আনবার জন্যে গান্ধারী দুষ্মন্তের সঙ্গে বিলাপ কোর্ত্তে লাগলো, সুমন্ত্র অনেক বোঝালে, কিছুতেই ঠাণ্ডা হল না। Fredrick the great Bell ও কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শাঁখ বাজাতে লাগলো, পৃথিবী দু ফাঁক হয়ে ইউরোপ ও এসিয়া হল, সাবিত্রী তাতে প্রবেশ কল্লেন। কুলাঙ্গাররা সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে থাপায় গিয়ে, বানরদের মত সভ্যতা, ভব্যতা, নব্যতা শিখে, বানরদের মত কাটে বস্‌তে, কাটের উপর খেতে, কাটে বসে হাগতে, কট-কটীয়ে চাইতে, কলা খেতে শিখে বাঁনরী বিয়ে করে, সম্পূর্ণ-রূপে বাঁনর সেজে দেশে ফিরে এলেন। দেশে এসে সকলকে চিনেও চিনতে পাল্লে না! শাক ভাত খেকো মেজাজ বদলে গেছে, মুখে আর সে দেশী ভাষা বেরয় না, দিন রাত বাঁনরী ভাষায় কিচির মিচির করেন, দেশের লোকের সঙ্গে দেখা হলে নীচু যেতে বলেন। আবার বাঁনর বলে না ডাকলে মুখ খিঁচিয়ে কামড়াতে আসেন, ঐ এলো—পালাই।

(পাগলের প্রস্থান সদানন্দ এবং বনয়ারীলালের প্রবেশ।)

সদা। এটা কি?

বন। তাইত! এর ভেতরে আবার ছেঁড়া কাঁথা, ফল, মূল কত কি রয়েছে, বোধ করি কোন ভিখারির বাসা হবে।

সদা। যা হক, এখন যার জন্যে আসা গেল, সে কায ত হল না।

বন। কৈ একটাও ত মড়া ছেলে পাওয়া গেল না।

সদা। আরো দু এক দিন বিশ্বেশ্বরের নিকট থাকতে হবে।

বন। কাযেই।

(পাগলের পুনঃ প্রবেশ।)

পাগল। কেরে তোরা?

সদা। আমরা পথিক, সন্ন্যাসী।

পাগল। হুঁঃ, সন্ন্যাসী? মায়া সন্ন্যাসী সেজে রুক্মিণীকে হরণ কর্ত্তে এসেছ? বেরো এখান থেকে, আমি কে তা জানিস? আমি পৃথিবীর রাজা, ঈশ্বরের দূত, ফেরেস্তা।

বন। পাগলের মত কথা কচ্চে যে?

পাগল। বসে রৈলি যে? গিন্নি এখানে নেই, ভাত দেবে কে? তাইত বলি তাইত, নাইত, নাইত, নাইত।

(স্তূপাকার হাঁড়ীর মধ্যে প্রবেশ।)

বন। এটা পাগল।

সদা। পাগলই বটে।

পাগল। "ভুয়শ্চাহ ত্বমপি শয়নে কণ্ঠলগ্না পুরা মে
নিদ্রাং গত্বা কিমপি রুদতী সস্বনং বিপ্রবুদ্ধা।
সান্তর্হাসং কথিতমসকৃৎ পৃচ্ছতশ্চ ত্বয়া মে
দৃষ্টঃ স্বপ্নে কিতবরময়ন্ কামপিত্বং ময়েতি।।"
তাই রে নারে নাই রে নারে।

বন। একি! পাগলটা সংস্কৃত জানে না কি?

সদা। তাই ত!

পাগল। "Fashion-a word which knows and fools may use
Their knavery and foolly to excuse.
To copy beauties, for fit all pretence
To fame—to copy faults, is want of sense."

বন। আবার ইংরাজি জানেও দেখছি যে।

পাগল। "O hard—believing love! how strange it seems
Not to believe, and yet too credulous!
They weal and wo are both of them extremes,
Despair and hope make thee ridiculous!
The one doth flatter thee, in thoughts unlikely,
With likely thoughts, the other kills thee quickly."

বন। একে সামান্য লোক বলে বোধ হচ্চে না, অবশ্য কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি হবে।

সদা। পাগল বৈত আর কিছু নয়।

পাগল।—নাদিল কর্কশনাদে বীর এক বুড়ী,
(ইরম্মদ গর্জ্জে যথা) নিকুম্ভিলা কুণ্ডে।
ভক্ষিয়ে উদর ভরে কদলী, কুষ্মাণ্ড,
হ্যাম, বিফ, কটলেট, কেরী, ব্র্যাণ্ডি, সোডা।

বন। আপনি এক কর্ম্ম করুন না।

সদা। কি?

বন। আপনার কাছে যে মহৌষধটী আছে, সেইটী সেবন করিয়ে ওকে আরোগ্য করিয়ে দিন না কেন।

পাগল।—তার পর কালামুখী হেলিতে দুলিতে।
ভুস্ করে ঢুকে গেল পলতার্ কলেতে।

প্রকাণ্ড লোহার নলে করি দরশন।
জিজ্ঞাসিল কোথা হতে তব আগমন?
সাদরে লোহার নল উত্তরিল তায়।
যেখানে ময়ূর হতে কাক গুলো যায়॥

সদা। আজকের তিথিটে কি?

বন। অমাবশ্যা, শনিবার।

সদা। ঔষধ সেবনের উপযুক্ত দিন বটে।

বন। তবে ওকে ডেকে বাসায় নে যাওয়া যাক, ওরে ও—

পাগল। কিরে কি?

বন। ভাত খেতে যাবি?

পাগল। কোথা? কোথা? যাব, যাবনা কেন? যাব-যাব। আমি যাব, তুমি যাবে?

সদা। তোর নাম কি?

পাগল। হাহা হাহা, আমার নাম কি?—কি ত কি। My name is মহামহিম শ্রীযুক্ত Sir মৌলবী, The Emperor of the World John, নুরবক্স, হায়রানজী জুজু ভাই, নেউল প্রসাদ ভোম্বল দাস, আর—আর—কি? রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় খাঁ, রায় বাহাদুর না রাজা, না মহারাজা বাহাদুর মহোদয় G. C. S. I. J. K. L. M. N. O P আর যা বলতে পার তাই।

সদা। তোর বাড়ী কোথায়?

পাগল। বাড়ী কোথায়? তোরা কি কাণা? (হাঁড়ী দেখাইয়া) এই যে আমার বাড়ী, দেখ্‌তে পাচ্চিস না?

সদা। আরোগ্য না হলে প্রকৃত উত্তর পাওয়া কঠিন, আমাদের সঙ্গে ভাত খাবি চল।

পাগল। ভাত খাব, ভাত খাব, খাব কোথা?

বন। আমাদের বাড়ী।

পাগল। তবে দাঁড়াও, আমি Refreshment Room থেকে আসি।

বন। আরোগ্য হবে কি বোধ হয়?

সদা। সে অব্যর্থ ঔষধ, যেমন কেন পাগল হক না, আরাম হবেই।

বন। ও ঔষধটী কোথায় পেয়েছেন, বলেছিলেন?

সদা। কামাখ্যার এক যোগিনী মৃত্যুকালে আমায় দিয়ে যান।

পাগল। [ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিইতে ২] আমি বাবু, কেমন বাবু? "বাবুর মধ্যে বাবু যেমন নীলমণি হালদার।

ধনির মধ্যে ধনি যেমন দুলাল সরকার।"

তেমনি আমি, হা হা হি হি॥

সদা। চল তবে।

পাগল। তোমরা আমার Body Gaurd হও, একজন পেছনে একজন সুমুখে যাও।

(সকলের প্রস্থান।)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক—কাশী—বাঙ্গালীটোলা।

বনয়ারীলাল ও সদানন্দের বাসা গৃহ।

বনয়ারীলাল, সদানন্দ এবং পাগল আসীন।

পাগল। আপনারা কে? আমাকে পরিচয় দিন। আপনারা আমার যে উপকার কল্লেন, জগতে এমন কোন দ্রব্য নাই, যাতে আপনাদের সে উপকার ঋণ পরিশোধ হয়। আপনারা

যদি এ অধিনের প্রতি সদয় না হতেন, তাহলে কখনই আমি চৈতন্য প্রাপ্ত হতেম না। চিরকালই আমাকে উন্মত্তাবস্থায় থেকে জগতের সকল সুখ হতে বঞ্চিত হতে হত।

সদা। তোমার আরোগ্য লাভ দর্শনেই আমরা পরম পুলকিত হলেম। আমরা সন্ন্যাসী, কোন দ্রব্যেরই প্রার্থী নই। আর আমরাই বা তোমার কি উপকার কল্লেম বল? জগদীশ্বরই তোমার মানসিক অবস্থা পরিবর্ত্তন কল্লেন।

বন। তোমার নাম কি?

পাগল। আমার নাম শারদাকান্ত রায়, পিতার নাম ৺ জীবনকান্ত রায়।

বন। নিবাস কোথায়?

শারদাকান্ত। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী শিবপুর গ্রামে।

সদা। তোমার উন্মত্ত হবার কারণ কি?

শারদা। কেন যে আমি উন্মত্ত হয়েছিলাম, তা আমি কিছুই স্মরণ কর্ত্তে পাচ্চিনে।

সদা। এখানে এলে কেমন কোরে?

শারদা। আমার একটু একটু স্মরণ হচ্চে যে, আমি যেন উন্মত্ত হয়েই বাড়ী থেকে বেরিয়েই রেলে উঠে বরাবর এপর্য্যন্ত আসি; পরে এখানে যখন নাবলেম, তখন গাড়ির ভাড়া দিতে না পারায় কে যেন আমাকে প্রহার কোর্ত্তে লাগলো; তাই দেখে অপর একজন, আমাকে যে মারছিল তার হাত থেকে ছাড়িয়ে দিলে।

বন। তোমার বিবাহ হয়েছে?

শারদা। বিবাহ হয়েছে বটে, কিন্তু আমার আত্মীয়, পরিবারেরা কে কেমন আছেন, তা বলতে পারি না।

বন। কয় বৎসর তুমি এমন উন্মত্ত হয়েছিলে?

শারদা। বহু দিন হবে।

সদা। এ পর্য্যন্ত কোন আত্মীয়ের সঙ্গে সাক্ষাত হয় নাই?

শারদা। না।

সদা। সকলি ঈশ্বরের ইচ্ছা।

শারদা। যদি অনুমতি করেন, তা হলে একটী নিবেদন করি।

সদা। তোমার যা বাসনা থাকে, নির্ভয়ে প্রকাশ কর।

শারদা। আপনাদের সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করবার কারণ কি?

সদা। [দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ] সে দুঃখের কথা আর কি বলবো? আমার নিবাস কলিকাতা বেণেটোলা। সংসারের মধ্যে কেবল একটী মাত্র পুত্র ছিল। আমি কলিকাতায় বাণিজ্য ব্যবসায় কর্ত্তেম। পুত্রটী সাবালক হলে, তাকে কলিকাতার বাণিজ্যাগারের অধ্যক্ষ কোরে, আমি মুঙ্গেরে গিয়ে অপর একটী বাণিজ্যাগার খুলি। কিন্তু মুঙ্গেরের বাণিজ্যে তাদৃশ লাভ না হওয়াতে সে বাণিজ্যাগার উঠিয়ে দিয়ে কলিকাতায় গিয়ে দেখি যে, পুত্রটী কলিকাতার বাণিজ্যাগারটি অপর একজনকে বিক্রয় কোরে, একটী বেশ্যা ও কতকগুলিন মাতাল পুষেছেন, ও দিবারাত্রি মদ খেয়ে খেয়ে যকৃত রোগে ভুগছেন। এই সব কাণ্ড দেখে আমার মনে যে তখন কি ভাবের উদয় হল, তা তুমি অনায়াসেই বুঝতে পাচ্চ।

শারদা। আজ্ঞে হাঁ।

সদা। তার পর ছেলেটীকে বাঁচাবার জন্যে অনেক চেষ্টা কল্লেম। কিছুতেই কিছু হল না, ছেলে মরে গেল, আমিও

দুঃখে, শোকে, সন্ন্যাসী হয়ে আজ বিশ বৎসর যাবৎ ভারতের নানা তীর্থ স্থানে ভ্রমণ কোরে বেড়াচ্ছি।

[নেপথ্যে। মাগো বাবা গো মলেম গো ও গো তোমরা আমায় বাঁচাও গো মরি গো ও গো বাবা গো।]

সদা। ও কি? স্ত্রীলোকের কান্নার শব্দ যে?

[নেপথ্যে মলেম গো]

সদা। বনয়ারী! কি হল দেখ দেখ।

শারদা। আমিও যাই।

(বনয়ারী ও শারদাকান্তের প্রস্থান।)

(নেপথ্যে মারলে গো মারলে গো মলেম গো)

সদা। কাণ্ড খানা কি?

(নেপথ্যে মার, মার, মার, ধর, ধর।)

সদা। এগিয়ে গিয়ে দেখি।

(প্রস্থান ও একটী স্ত্রীলোককে ধরিয়া শারদা, ও সদানন্দ এবং বনয়ারী লালের পুনঃ প্রবেশ।)

সদা। ব্যাপার খানা কি বল দেখি?

বন। গিয়ে দেখি, কে একজন এঁকে প্রহার কোচ্ছিল, কিন্তু আমরা যাবা মাত্রই দৌড় দিলে।

সদা। যাহক স্ত্রী লোকটী ভয়ে একান্ত অজ্ঞান হয়ে পড়েছে, মুখে একটু জল দাও।

শারদা। (জল দান) এ কে? আঁা (মূর্চ্ছা)

বন। এ কি? এ আবার এমন হয়ে পড়ল কেন? এখানা কি দেখুন।

(ছবি প্রদান)

সদা। কোথায় পেলে?

বন। স্ত্রীলোকটীকে নামাবার সময় বুকের কাপড়ের ভেতর থেকে পড়ে গেল।

সদা। এযে ঠিক শারদাকান্তের আকৃতি। নীচে আবার কি লেখা রয়েছে যে, শারদাকান্ত-চরণ-প্রার্থিনী হতভাগিনী সৌদামিনী, এ অবশ্যই শারদাকান্তের স্ত্রী বা অপর কেউ হবে।

বন। তবে এক কর্ম্ম করি আসুন। স্ত্রীলোকটীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ কোরে আমরা আড়ালে দাঁড়াই।

সদা। ঐ যে স্ত্রীলোকটীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ হবার উপক্রম হচ্চে, চল যাই।

(উভয়ের প্রস্থান।)

সৌদামিনী। এ কি! এখানে আমায় আনলে কে?—গোরাচাঁদ নাকি? জগদীশ্বর! এ ঘরে আনলে কেন?—খুন কর্ব্বে না কি? এ কে?—অ্যাঁ—এ কে?—অ্যাঁ—শারদাকান্ত নাকি—অ্যাঁ—জীবনকান্ত!—[মূর্চ্ছা]

শারদা। সদু কৈ?—সদু? [ফটোগ্রাফ লইয়া] এযে সেই ফটোগ্রাফ—সেই সদুর লেখা। এ যে সেই—আমার সদু সদু! সদু!

সৌদা। অ্যাঁ অ্যাঁ [আলিঙ্গন করিয়া] নাথ! আপনার মনেও এই ছিল?—আপনি কেমন কোরে এ দুঃখিনীকে বিসর্জ্জন দিয়ে ভুলে ছিলেন? [রোদন] আপনি কি দোষে দাসীকে এত দিন সংবাদ দেন নাই? আমি আপনার চরণে কি অপরাধ করেছিলাম?

শারদা। কেঁদনা, কেঁদনা, শান্ত হও। দেখ, সকলি জগদীশ্বরের ইচ্ছা তোমার কোন দোষ নাই, সকলি আমার অদৃষ্টের দোষ। আমি এতদিন জীবিত ছিলাম বটে, কিন্তু সে না থাকারই মধ্যে। আমি এত দিন উন্মত্ত হয়েছিলাম। আমার কোন

জানই ছিল না, জান থাকলে তোমাকে কখনই এত বেদনা দিতেম না। কেঁদনা কেঁদনা—[চক্ষের জল মুছাইয়া] তুমি এখানে কি কোরে এলে বল ?

সৌদা। আপনি যেদিন দাসীরে দুঃখনীরে বিসর্জ্জন দিয়ে অদৃশ্য হন, আমি সেই ভয়ঙ্কর দিন অবধি কেবল চক্ষের জল পান কোরেই জীবন ধারণ কোরে আছি। আপনার অদৃশ্য হবার কিছু দিন পরেই বাটীর সকলে আপনার মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ কল্লে, তখন দুঃখিনীর হৃদয়ে বজ্রাঘাত হল। শোক-সাগরে পতিত হয়ে, সে অবধি এপর্য্যন্ত যে কি কষ্টে ছিলাম, তা সর্ব্ব-ন্তর্যামী জগদীশ্বরই জানেন। (রোদন)

শারদা। কেঁদো না কেঁদো না।

সৌদা। দয়াময় জগদীশ্বর সেই শোকদগ্ধ হৃদয়ে আর একটী অনল জ্বেলে দিলেন, দুরাত্মা গোরাচাঁদ—

শারদা। অ্যাঁ—তার পর ?

সৌদা। আমাকে কত প্রলোভন দেখাতে লাগলো।

শারদা। কেন ?

সৌদা। জগদীশ্বর জানেন।

শারদা। বুঝেছি, তার পর ?

সৌদা। আমি সেই দুরাত্মার ভয়ে, সকলের অগোচরে একাকিনী বাড়ী হতে বহির্গত হলেম, পথে দুরাত্মা আক্রমণ কল্লে।

শারদা। হা দয়াময়! [দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ]

সৌদা। আমি নাকি এই অনাথিনী দাসীবেশে ছিলেম, কাযেই তখন গোরাচাঁদ আমায় চিন্তে পাল্লে না, ভাগ্যক্রমে সে যাত্রা ত্রাণ পেলেম।

শারদা। বিপদ ভঞ্জন! (প্রকাশ্যে) তার পর ?

সৌদা। পরিত্রাণ পেয়েই রেলে চড়ে, এই কতক্ষণ মাত্র এখানে পৌঁছে, যাচ্চি, এমন সময় ফিরে দেখি যে, সেই দুরাত্মা গোরাচাঁদ রাক্ষস বেশে আগমন কোরে প্রহার কর্ত্তে উদ্যত। আমি ভয়ে মূর্চ্ছিতা হলেম। তার পর এই আপনার চরণ দর্শন কোরে আমার সে সকল দুঃখ, যাতনা সমূলে নির্ম্মূল হল। নাথ! পুনরায় যে আপনার পদপঙ্কজের মধুপান কর্ত্তে, পাব, তা ভ্রমেও ভাবি নাই।

শারদা। সদু! আমরা ঈশ্বরের চরণে অবশ্যই মহা অপরাধী হয়েছিলেম, সেই কারণেই আমাদের এত যাতনা ভোগ কর্ত্তে হল। যাহক তুমি এখানে কার কাছে থাকবে বোলে আস্‌ছিলে?

সৌদা। এখানে আমার মামা এসে বাস কচ্চেন। তাঁদেরি কাছে থাক্‌বো, আর দয়াময় জগদীশ্বরের ও আপনাব চরণ চিন্তা কোরে জীবন যাপন কর্ব্বো বোলেই বেরিয়েছিলেম। কেবল মহাপুণ্য ফলেই, আপনার শ্রীচরণ দর্শন পেলেম। আপনার খুড়াও এখানে আছেন।

শারদা। এখানে?

সৌদা। গোরাচাঁদের দৌরাত্ম্যে তিনি দিন কতক হল, এখানে এসে বাঙ্গালীটোলায় বাসা কোরেছেন।

শারদা। বটে? তবে চল, যে মহাপুরুষদের অনুগ্রহে আমি আরোগ্য লাভ কোরেছি, তাঁদের চরণ বন্দনা ও অনুমতি নিয়ে খুড়ার কাছে যাই।

[প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাশী—বাঙ্গালীটোলা—কমলাকান্তের বাসাবাটী।

কমলাকান্তের উপবেশন গৃহ।

কমলাকান্তের প্রবেশ।

কমলা। [স্বগত] হা বিশ্বেশ্বর! সকল জ্বালা থেকে জুড়াব বোলে তোমার কাছে এলেম; তোমার কাছে এসেও আবার জ্বলতে হল! হা ভগবান! এ নরাধম তোমার চরণে এমনকি অপরাধ কোরেছে যে, এত মনোবেদনা প্রদান কচ্চো। আর এ পাপ প্রাণ রাখবো না। একি কম লজ্জার কথা! কম অপমানের বিষয়! ভ্রাতুষ্পুত্র-বধূ হরণ! রাম, রাম, মহাভারত। এ নির্ম্মল বংশে কখন যে কলঙ্ক হয় নাই—আমা হতে তাই হল! পত্র খানা আর একবার দেখি। [পত্র পাঠ]

মহামহিম শ্রীযুক্ত বাবু কমলাকান্ত রায়

জমীদার মহাশয় প্রবল প্রতাপেষু—

মহাশয়ের শিবপুর হইতে গমনাবধি এক খণ্ড ও পদ্মপাণি-প্রসূত পত্র অপ্রাপ্তে মনঃপীড়ায় অতীব পীড়িত আছি; সত্বরে কোমল করকমলাঙ্কিত আশীর্ব্বাদ লিপি প্রেরণ করত চিন্তা দূর করেন ইহাই একান্ত প্রার্থনা।

অপর আপনার বাটীর কর্ম্মচারীদিগের ও গ্রামস্থ আবাল, বৃদ্ধ. বনিতা তাবতের মুখে একটি সংবাদ শ্রবণে অতীব লজ্জিত, দুঃখিত এবং বিস্মিত হইতেছি যে, আপনি ৺শারদা-কান্তের স্ত্রীকে গোপনভাবে বাটী হইতে লইয়া গিয়াছেন! ইহাতে গ্রামের তাবতে আপনার নির্ম্মল চরিত্রের প্রতি কলঙ্ক অর্পণ ও নানাবিধ নিন্দা করিতেছে। আপনি যে এরূপ চরিত্রের লোক

নহেন. তাহা আমি বিশেষ মত অবগাত আছি। কিন্তু ৺শারদা-কান্তের স্ত্রী যদি যথার্থই আপনার নিকট যাইয়া থাকে. তাহা হইলে আপনার কর্ত্তব্য যে, তাঁহাকে লইয়া বারেক সত্বরে এ মোকামে আসিয়া, বৃথা কলঙ্ক অপনোদন ও বিষয় বিভবাদির বন্দোবস্ত করেন। অত্রত্য সমস্ত মঙ্গল, তথাকার মঙ্গলাদি সংবাদ জ্ঞাত করিয়া চিন্তা দূর করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না ইতি।

অনুগত।

শ্রীসূর্য্যকুমার কবিরত্ন।

সূর্য্যকুমার বাবু আমার একান্ত হিতসাধক বন্ধু, তিনি কখনই মিথ্যা লেখেন নাই। সৌদামিনী অবশ্যই ভ্রষ্টা হয়ে অদৃশ্য হয়েছে। আমার কোন শত্রু সেই সুযোগে আমার শিরে এই কলঙ্ক ভার দিয়েছে! যাহক এ প্রাণ আর রাখা উচিত নয়। যখন বংশে একজনও বাতী দিতে রৈল না, শারদা মোলো, বরদা মোলো, বরদার স্ত্রী মোলো, শারদার স্ত্রী ভ্রষ্টা হলো, আর এই বৃদ্ধ বয়সে এ কলঙ্ক-বাণের আঘাতী হতে হল, তখন আর এ প্রাণ রেখে প্রয়োজন কি?—এই যে বিষ আনিয়েছি, এই বিষ পানেই প্রাণত্যাগ কর্ব্বো। ভগা—ও ভগা——

[নেপথ্যে আজ্ঞা]

কম। আমার খাবার নি আয়। [স্বগত] দুধের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে খাব।

[নানাবিধ ফল, মূল ও দুগ্ধ লইয়া ভগার প্রবেশ ও রাখিয়া প্রস্থান।]

কম। [ভোজনে উপবেশন ও দুগ্ধে বিষ মিশ্রিত করত পান করনোদ্যত] না, এই সময়ে—এই অন্তীম সময়ে একবার গঙ্গাস্নান কোরে আসি।

[প্রস্থান ও ভগার প্রবেশ।]

ভগা। বাবু গেলেন কোথা? ওঘরে বুঝি। যাই, আমিও এই সময় একবার বিশ্বেশ্বরকে দেখে আসিগে।

(গোরাচাঁদের প্রবেশ।)

ভগা। এ কে? জামাই বাবু নাকি? আসুন আসুন, কোত্থেকে এলেন?

গোরা। সুঁড়ীর বাড়ী থেকে। তোর বাবু কোথা?

ভগা। তিনি এই আমাকে খাবার দিতে বোলে কোথা গেলেন। বাড়ীর সব ভাল আছেন?

গোরা। সে কথা চুলোয় যাক, তুই এখন আমাকে মদ দিতে পারিস কি না বল?

ভগা। এখানে মদ পাব কোথায়?

গোরা। দূর ব্যাটা, ও গুলো কি?

ভগা। বাবুর খাবার।

গোরা। আমি খাই।

ভগা। আজ্ঞে ও বাবুর খা—

গোরা। চোপরাও।

ভগা। (স্বগত) ব্যাটা সেখানে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে, আবার এখানে জ্বালাতে এল, ব্যাটাকে যমেও নেয় না।

গোরা। বাহবা! কাঁচা মিটে আঁব, চাটের বড় সুবিধা হবে। [আম্র ভক্ষণ] সদু শালী পালালি। কোথা পালাবে? শর্ম্মা বড় ধাত্নু ছেলে, যেখানে যাবে, সেইখানে গিয়ে ধোরব।

ভগা। কাকে ধরবেন?

গোরা। তোর বাবাকে।

ভগা। আমার বাবা যমের বাড়ী।

গোরা। এখনি যমের বাড়ী গিয়ে তোর বাপকে ধরে আনব।

ভগা। ঈশ্বর করুন শিগ্‌গিরই যেন সেখানে যেতে হয়।

গোরা। সদুকে প্রাণ থাকতে ছাড়বো না। এটা কি দুধ? দুধটো আগে খাই। (দুগ্ধ পান) বুক গেল, বুক গেল, প্রাণ গেল—মলে—মলেম।

ভগা। এ কি হল?

গোরা। মদ দে—সদু কোথা? প্রাণ যায়—বাবা গো! মদ দে—মদ—বুক গেল—মরি—মদ—মদ—মদ— (প্রাণত্যাগ)

ভগা। (স্বগত) একি সর্ব্বনাশ হল! একেবারে মরে গেল যে! কি হবে? করি কি? দুধ খেয়ে মরে গেল! দুধে ছিল কি? এখন করি কি? বাবু এখনি এলেই সর্ব্বনাশ হবে। আমি খুন করেছি বলে, আমায় পুলিশে ধরিয়ে দেবে। সর্ব্বনাশ হল, পালাই, পালাব কোথা? যেখানে যাব সেখান থেকে ধরে এনে ফাঁসি দেবে। একে এখন পাইখানার ভেতরে ফেলে দিইগে, তারপর বাবু এলে ছুটী নিয়ে বাড়ী যাবার নাম কোরে, পালাব। তা হলে আর টের পাবে না।

(গোরাচাঁদের পা ধরিয়া টানিয়া লইয়া ভগার প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শিবপুর—সৌদামিনীর পুস্তকালয়।

দর্পণ হস্তে সৌদামিনীর প্রবেশ।

সৌদামিনী। (দর্পণে মুখ দেখিয়া) বন্ধ বিধবার দাঁতে মিশি! জগদীশ্বরের লীলা বোঝা ভার। দয়াময় এতদিন আমারে বিধবা রেখেছিলেন, আজ আবার আমায় সধবা করলেন! আজ আমার দাঁতে মিশি পড়লো! দুঃখ-জলধি থেকে উদ্ধার পেয়ে আজ সুখ-মন্দাকিনীতে সন্তরণ কচ্চি! এই সেই ভয়ঙ্কর তমোময়—বিষময় গৃহ, আজ আলোময়! জগত আনন্দময়-হৃদয় প্রমোদময়!

(শারদাকান্তের প্রবেশ।)

সৌদা। আসুন, আসুন।

শারদা। বস, বস, প্রিয়ে! এই গৃহে বসে পুনরায় যে তোমার মধুর বচন শ্রবণ কোরব, সে আশা আমার ছিল না।

সৌদা। এ দাসীও যে পুনরায় এই গৃহে আপনার বামে বসে, আপনার চরণ কমল দর্শন কোরে, জীবনকে চরিতার্থ কোর্ব্বে, তা ভ্রমেও ভাবেনি।

শারদা। সকলি সেই অনন্তশক্তিমান জগদীশ্বরের লীলা। তিনি মনুষ্যকে কখন দুঃখ-সাগরে নিক্ষেপ করেন, কখন সুখ-সৌরভে আমোদিত করেন। কিন্তু প্রিয়ে! মঙ্গলের জন্যই তিনি দুঃখ দান করেন। যাহক এখন এস, একবার যে করুণা-ময়ের করুণায় আমরা এ বিকট দুঃখ সাগর হতে উদ্ধার পেলেম, তাঁর সুধামাখা নাম গান কোরে জীবনকে চরিতার্থ করি।

(উভয়ে ব্রহ্ম-সংকীর্ত্তন)

"বল আনন্দ বদনে ব্রহ্ম নাম।
হল দুঃখ অবসান, পিতা আপনি কল্লেন বিধান,
দিয়ে ভক্তি জ্ঞান; আর ভয় নাই ভয় নাই পরিণাম।
দুঃখী তাপী যে থাক, বদন ভরে সেই পিতায় ডাক,
ডাকিয়ে দেখ; সিদ্ধ হবে হবে মনস্কাম।
পিতা পরম দয়াল, নামে আপনি কাটে মায়া-জাল,
ভবের জঞ্জাল; হবে সুখ শান্তি অবিরাম।
দয়ার নিধি পিতা আমার, পাপী সন্তানে অধিক তাঁর,
করুণা বিস্তার; তিনি কভু কারও নহেন বাম।"

সমাপ্ত।

বিধবার দাঁতে মিশি।

(দৃশ্য কাব্য)

শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রণীত।

BIDHOBAR DANTE MISEE.

BY

GOPAL CHUNDRA MUKHOPADHYAYA.

CALCUTTA:

Printed by G. C. Parial, at the Local Press,

No 38 Sooryparah Lane, Simlah.

1874.

উৎসর্গ।

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত বাবু ধর্ম্মদাস হালদার

জ্যেষ্ঠ মাতুল মহাশয়ের

শ্রীচরণ শ্রীপর্ণে

এই গ্রন্থ

উৎসর্গ

করিলাম।

দৃশ্যকাব্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

কমলাকান্ত রায়.....................শিবপুরস্থ জমীদার।

বরদাকান্ত রায়.....................কমলাকান্তের ভ্রাতুষ্পুত্র।

সূর্য্যকুমার কবিরত্ন.................কমলাকান্তের বন্ধু।

গোরাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়........কমলাকান্তের বন্ধু।

উড়ুম্বর চট্টোপাধ্যায়.............বরদাকান্তের বন্ধু।

বিধুভূষণ মল্লিক.....................ঐ।

বাগেশ্বর বিদ্যাভূষণ।...............ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।

ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়...........বরদাকান্তের দেওয়ান।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়...........ঐ মোক্তার।

বিশু }
ভগা }............................ভৃত্যাদ্বয়।

নীলকমল }
রামপ্রসন্ন }.......................মাতাল পথিকদ্বয়।

পাগল

সদানন্দ }
বনয়ারীলাল }.....................সন্ন্যাসীদ্বয়।

ডাক্তার, দ্বারবান, জমাদার এবং কনষ্টেবল দ্বয়।

স্ত্রীগণ।

সৌদামিনী.....................বরদাকান্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ-জায়া।

হেমাঙ্গিনী.....................বরদাকান্তের স্ত্রী।

যামিনী.........................গোরাচাঁদের স্ত্রী।

বিরাজ মোহিনী...............দাসী।